NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৭ সোমবার থেকে খুলছে উপত্যকার ১২ টি পর্যটনকেন্দ্র

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হায়দরাবাদ ৭

কলকাতা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১২ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.09.2025, Vol.19, Issue No. 110, 8 Pages, Price 3.00

থালাপতির জনসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩১

চেন্নাই, ২৭ সেপ্টেম্বর: তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে) দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা থালাপতি বিজয়ের জনসভায় হুড়োহুড়ি। পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ৩১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা নজরে আসতেই বক্তৃতা থামিয়ে দেন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্ঞান হারান কেউ কেউ। অসুস্থ আরও অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান। এই ঘটনায় উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।

আজ মহাষষ্ঠী

বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপ্রতিমা। ছবি: অদিতি সাহা

নবমীর নিম্নচাপে ভারী বৃষ্টি কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরের উপরে যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছে, তা আরও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং তা শনিবার সকালে দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এর প্রভাবে ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশে তুমুল দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

এর পাশাপাশি আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। এর প্রভাবে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি সম্ভাবনা ১ অক্টোবর নবমীর দিন। পরপর নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে নবমীর রাত থেকে দশমী ভাসতে পারে কলকাতা-সহ বাংলার বেশ কিছু জেলা। একইসঙ্গে সমুদ্রে উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মৎস্যজীবীদের রবিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বাংলা এবং ওড়িশার মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। তবে নবমীর নিম্নচাপে কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। এছাড়াও নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। রবিবার ষষ্ঠীতে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সোমবার সপ্তমী ও মঙ্গলবার অষ্টমীতে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সাত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

উত্তরবঙ্গের ৩ জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পার্বত্য এলাকার জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে রবিবার পর্যন্ত। মালদহ ও দিনাজপুরে সোমবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। নবমীর রাত থেকে দশমীতেও বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে।

এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ প্রথম ভারত-পাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে ভারতীয় ক্রিকেট শিবিরে দেখা দিয়েছে চোট-উদ্বেগ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বহুল প্রতীক্ষিত ফাইনালের আগে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার অভিষেক শর্মা এবং হার্দিক পান্ডিয়ার খেলা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে দু'জনকেই মাঝপথে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। এই ঘটনার পর থেকেই ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে টিম ম্যানেজমেন্ট, সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। যদিও ভারতীয় বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল আশ্বস্ত করেছেন, পরিস্থিতি গুরুতর নয়।

শ্রীলঙ্কার ইনিংসের শুরুতে বল করতে আসেন হার্দিক। মাত্র এক ওভার বল করে ৭ রান দিয়ে একটি উইকেট নেন তিনি। কিন্তু এরপর তাঁকে আর বল হাতে নেননি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, হার্দিককে আর ফিল্ডিংয়েও দেখা যায়নি। কয়েক ওভার বাদেই মাঠ ছাড়েন তিনি। এরপর ৯.২ ওভারের পর মাঠ ছাড়েন অভিষেক শর্মাও। তাঁর জায়গায় অন্য ফিল্ডার নামানো হয়। এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তেই সমর্থকদের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়, ফাইনালে কি তবে দুই তারকা খেলোয়াড়কে পাওয়া যাবে না?

ম্যাচ শেষে মর্নি মর্কেল সাংবাদিক বৈঠকে জানান, দু'জনেরই চোট খুব গুরুতর নয়। আসলে খেলার সময় পেশিতে টান ধরায় তাঁদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে। অভিষেক অনেকটাই সুস্থ আছেন, তবে হার্দিককে নিয়ে কিছুটা চিন্তা রয়ে গিয়েছে। তাঁর অবস্থা শুক্রবার রাতে ও শনিবার সকালে খতিয়ে দেখা হবে। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী, ফাইনালে হার্দিককে পাওয়া যাবে।

শেষ হাসি কি সূর্যের?

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয়ের পর ভারতের সামনে একদিন বিশ্রামের সুযোগ রয়েছে। তার পরই ফাইনালে নামতে হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ব্যস্ত সূচির কারণে ক্রিকেটারদের ক্লান্তি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে। তবে মর্কেল জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের পুনরুদ্ধারের জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ক্রিকেটাররা আইস বাথ নিয়েছেন, ম্যাসাজ সেশন করা হচ্ছে এবং পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করার দিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে। অনুশীলনের চাপ না বাড়িয়ে মানসিক ও শারীরিক ভাবে সতেজ রাখাটাই এখন মূল লক্ষ্য।

এশিয়া কাপের ইতিহাসে এই প্রথম ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। এবারের প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই দু'বার দেখা হয়েছে দুই দলের। দুই বারই ভারত স্বচ্ছন্দে জিতেছে। তবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের কিছু দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসেছে। তাই সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে দলকে ফাইনালের আগে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হচ্ছে। বিশেষত, পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও খামতি মারাত্মক হতে পারে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ফাইনালের আগে চোটের মেঘ কিছুটা হলেও ভারতীয় শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। যদিও অভিষেককে নিয়ে আশঙ্কা কম, হার্দিকের ব্যাপারে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট এবং চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন যাতে দুই তারকাকেই পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত কে ফাইনালে মাঠে নামবেন, সেটাই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

সোনমের পাকিস্তান যোগ, বিস্ফোরক দাবি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: লাদাখকাণ্ডে নয়া মোড়। বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন লাদাখের ডিজিপি। এসডি সিং জামওয়াল দাবি করেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের। পাশপাশি, সোনমের বাংলাদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি সিং জানিয়েছেন, পুলিশের জালে ধরা পড়া এক পাকিস্তানি গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে সোনমের। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি আমরা একজন পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করেছি। সে পাকিস্তানে খবর পাঠাতো সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সোনম, পাকিস্তানে ডন পত্রিকার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশেও যান।' সিং-এর অভিযোগ, 'এই কারণেই সোনমের গতিবিধি সম্পর্কে বড় প্রশ্নচিহ্ন সামনে এসেছে। এই বিষয়ে তদন্ত চলছে।'

এখানেই থামেননি সিং। লেহ-র বিক্ষোভে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ করেছেন সোনমের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়,

পাশাপাশি ৮০ জন আহত হন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিং বলেন, 'বিক্ষোভে উস্কানি দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে সোনমের। তিনি বিভিন্ন সময়ে আরব বসন্ত, নেপাল এবং বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়েছেন নিজের বক্তব্যে। উল্লেখ্য, সোনমের শিক্ষামূলক সংস্থার বিদেশি তহবিল গ্রহণের অনুমোদন ইতিমধ্যেই বাতিল করেছে কেন্দ্র। সেই বিষয়টিও তদন্তাধীন।

এদিকে, লাদাখ বা দিল্লিতে নয়, ধৃত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যোধপুরে। সেখানকার কারাগারেই বন্দি থাকবেন তিনি। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাঁকে রাখা হয়েছে। তিনি ২৪ ঘণ্টা থাকবেন সিসি ক্যামেরার নজরে। অন্য কোনও বন্দিকে তাঁর কুঠুরিতে রাখা হয়নি। তবে ওয়াংচুককে কেন যোধপুরের কারাগারে রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি কর্তারা। যদিও ধারণা, লাদাখে তাঁর সমর্থকদের বিক্ষোভের আঁচ যাতে কারাগারে এসে না পড়ে, সেই কারণেই যোধপুরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ওয়াংচুককে লাদাখ থেকে বিশেষ বিমানে যোধপুরে নিয়ে আসা হয়। তবে এত নিরাপত্তা সত্ত্বেও বিশৃঙ্খলা পুরোপুরি এড়ানো যায়নি। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য পরিচিত যোধপুরের এই কারাগারটি। অন্য কারাগারগুলির তুলনায় যোধপুরের এই জেলের নিরাপত্তা অনেক বেশি নিশ্ছিদ্র। বর্তমানে এই কারাগারে বন্দি সংখ্যা ১,৪০০।

শনিবার যোধপুরের ওই জেলের বাইরে বিজয়পাল নামে এক ব্যক্তি বিক্ষোভ দেখান। তাঁর দাবি, কেন ওয়াংচুককে গ্রেপ্তার করা হল, তার জবাব দিতে হবে কেন্দ্রকে। শুধু তা-ই নয়, 'আমরণ অনশনে'র হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। তবে তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।

এবার বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সরশুনায় মৃত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটল সরশুনার ক্ষুদিরাম পল্লী। শনিবার সকালে নিজের দোকানের শাটার খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সুমন্তী দেবী। স্থানীয়রা জানান, বছর বাষট্টির সুমন্তদেবী এলাকার জলে দাঁড়িয়ে শাটার খুলছিলেন তিনি। তখনই কোনওভাবে দোকানের দরজা বিদ্যুতের সংস্পর্শে চলে আসে। কিন্তু তা বুঝতে পারেননি সুমন্তী দেবী। আর তা থেকেই বিপত্তি।

দেখা মাত্রই তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যান আরও দু'জন। তাঁরাও কোনও ভাবে বাঁচেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা থেকে। এদিকে ওই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন এলাকার লোকজন। অবস্থা যা তাতে জমা জলে হাঁটতে গিয়ে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, এলাকায় অনেক বাচ্চা রয়েছে। যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড়সড় অঘটন। এলাকার বাসিন্দারা এও জানান, এলাকায় ঠিকঠাক কোনও ড্রেনেজ সিস্টেম নেই। বর্ষা নামতেই লাগাতার এলাকায় জল জমে যাচ্ছে। কিন্তু কবে এই জল নামবে তার কোনও ঠিক নেই। তাঁদের দাবি, কাউন্সিলরকে বলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

এদিকে মহালয়ার পরেই প্রবল বৃষ্টির সাক্ষী ছিল গোটা কলকাতা। একরাতের বৃষ্টিতে জল থইথই অবস্থা হয়েছিল গোটা শহরের। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল কমপক্ষে ৯ জনের। জল সরাতেও পরবর্তীতে শহর সংলগ্ন এলাকায় মৃত্যুর ছবি সামনে এসেছিল।

বিএসএনএল ফোর-জি পরিষেবার সূচনা মোদীর

ভুবনেশ্বর, ২৭ সেপ্টেম্বর: দেশজুড়ে ফোর জি পরিষেবা শুরু করল ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড। শনিবার ওড়িশা থেকে ওই পরিষেবার সূচনা করলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুরোদমে এই পরিষেবা চালু হলে আমূল বদলে যেতে পারে ভারতের টেলিকম শিল্পের গতি প্রকৃতি।

ফোর জি-তেই শেষ নয়, আগামী দিনে ফাইভ জি এবং ৬ জি পরিষেবাও চালু করতে চায় বিএসএনএল। তবে আপাতত ফোকাস ফোর জি-তেই। এই মুহূর্তে বিএসএনএলের ৯০ লক্ষ গ্রাহক পরিষেবা পাবেন। বিএসএনএল সূত্রের দাবি, ফোর জি পরিষেবা চালু হয়ে যাওয়ায় এবার বিএসএনএলও বেসরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার জায়গায় পৌঁছে গেল। এরপর থেকে আর নেটওয়ার্ক সমস্যা হবে না। এমনকী পরিষেবার গতিও বাড়বে। এমনিতে বিএসএনএলের রিচার্জ প্ল্যানগুলি বেসরকারি সংস্থার চেয়ে ৩০-৪০ শতাংশ সস্তা। সূত্রের দাবি, ৪জি পরিষেবার ক্ষেত্রেও ওই ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কম খরচে পরিষেবা দেওয়া হবে।

৪জি প্রযুক্তি চেয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কেন্দ্রের কাছে দরবার করছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিএসএনএলের কর্মী সংগঠনগুলি। অবশেষে সেই অনুরোধ রাখল কেন্দ্র। গত কয়েক বছরে দেশজুড়ে প্রায় ৯৮ হাজার ফোর জি টাওয়ার বসানো হয়েছে। সবটাই হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে। সূত্রের খবর, দ্রুত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আরও লক্ষাধিক টাওয়ার বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। বিএসএনএলের আধুনিকীকরণের পুরো প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে।

সুইডেন, ডেনমার্ক, চিন, দক্ষিণ কোরিয়ার পর ভারতই একমাত্র দেশ যারা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ৪জি পরিষেবা শুরু করল। বিএসএনএলকে বাঁচাতে ভারত সরকার ৩৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।

'অপারেশন পেটালে' বিধ্বস্ত শাহবাজ

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে মুখের উপর জবাব দিয়ে রাতারাতি সংবাদ শিরোনামে চলে এসেছেন ভারতীয় কূটনীতিক পেটাল গেহলৌত। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে ভাষণের সময় শাহবাজ দাবি করেছিলেন, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময়ে ভারতের সঙ্গে চার দিনের সংঘাতে সাফল্য অর্জন করেছে পাকিস্তান। তাঁর সেই মন্তব্যকে বিদ্রুপ করে পেটাল বলেন, 'ওই সময় পাকিস্তানের বহু বিমানঘাঁটিকে ধ্বংস করে দেয় ভারতের বাহিনী। ক্ষয়ক্ষতির ছবি জনসমক্ষেই রয়েছে। যদি রানওয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পাক প্রধানমন্ত্রীর দাবি মোতাবেক সাফল্য বা বিজয় হয়, তবে পাকিস্তান তা নিয়ে আনন্দ করতে থাকুক।'

অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৮০তম সম্মেলনে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফই শুধু নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবিও ফুৎকারে উড়িয়ে দিল ভারত। এর আগে বহু বার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলা সামরিক সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। অতীতে 'কাশ্মীর সমস্যা' মেটাতে ভারত এবং পাকিস্তানকে নিয়ে আলোচনায় বসারও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এই আবহে শনিবার ভারতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ চায় না নয়াদিল্লি।

সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়েও ভারতকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। দাবি করেন, ওই চুক্তি স্থগিত করে ভারত আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে। শনিবার তাঁর সেই সমস্ত মন্তব্যেরই

জবাব দেয় ভারত। নয়াদিল্লির তরফে গোটা বিশ্বের সামনে ইসলামাবাদকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কাজটি করেন পেটালই।

পাকিস্তানের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার 'জবাব দেওয়ার অধিকার' প্রয়োগ করে ভারত। রাষ্ট্রসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের প্রতিনিধি পেটাল বলেন, 'সকালে এই সভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কিছু অদ্ভুত নাটক করেছেন। আরও এক বার তিনি সন্ত্রাসবাদকে মহান করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যা দেশটির বিদেশনীতির অন্যতম অঙ্গ। তবে কোনও নাটক বা কোনও মিথ্যাভাষণ সত্যকে ঢেকে রাখতে পারবে না।' পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ টেনে সে সময়ে পাকিস্তানের অবস্থানও মনে করিয়ে দেন পেটাল। বলেন, 'এটাই সেই পাকিস্তান, যারা পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর গত ২৫ এপ্রিল রাষ্ট্রসংঘে 'রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) নামের পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠীকে আড়াল করতে চেয়েছিল। এই দেশের সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ইতিহাস অনেক পুরনো। ওদের কোনও লজ্জা নেই। বছরের পর বছর ধরে এই দেশেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল ওসামা বিন লাদেনকে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।' এদিন, ট্রাম্পের নাম-না করেই তিনি বলেন, 'ভারত এবং পাকিস্তান অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, দু'পক্ষের অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান তারা নিজেরাই করবে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের প্রবেশাধিকারের কোনও সুযোগই নেই। এটা আমাদের বহু দিনের অবস্থান।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি নিরহক সেখ, পিতা মৃত লালচাঁদ সেখ, গ্রাম- রামকৃষ্ণপুর, পোস্ট- লক্ষীপুর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। আমার প্রকৃত নাম নিরহক সেখ, অনেকে আমার ডাকনাম আল্লারাখা সেখ নামেও ডাকে, আমার ভোটার কার্ড, আধার কার্ডে, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টে আমার প্রকৃত নাম নিরহক শেখ আছে। কিন্তু আমার একটি সেলডিডে (যাহার নং ৬৩৬০/১৯৭৭) তে আমার ডাকনাম আল্লারাখা সেখ উল্লেখ আছে। গত ২৯/০১/১৯ তারিখে কালনা কোর্টের এফিডেভিটে নিরহক সেখ ও আল্লারাখা সেখ, পিতা মৃত লালচাঁদ সেখ একই ব্যক্তি হলাম

NAME CHANGE

I, Kanika Mazumdar, D/o Kamalesh Mazumdar, residing at V-26/18, Vivekananda Park, P.O - Kamdahari, P.S- Bansdroni, Kolkata - 700084, in some documents my name is recorded as Kanika Biswas. Vide an affidavit (58899) before the First Class Judicial Magistrate Court Alipore dated 03/09/2025 I will be known as Kanika Mazumdar in all places. Kanika Mazumdar and Kanika Biswas is one and same identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সকলকেই জানানো যাচ্ছে যে, গত ১০-০৩-২০২৫ তারিখের একটি দানপত্র দলিল ভিত্তিতে, যার নথিভুক্ত মালিক ছিলেন শ্রী লক্ষ্মণ বিশ্বাস, তিনি তাঁর পুত্র Sri Santu Biswas-এর নামে নিম্নলিখিত **সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল** জমিটি দান, হস্তান্তর এবং অর্পণ করেছেন। উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ হলো প্রায় ৪.৫৫ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি, যা মৌজা- গোবিন্দপুর, জে.এল. নং-৩৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২২০৫/৩৭৬৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৬১০-এর অধীনে এবং থানা হাঁসখালি, জেলা নদীয়া-এর অন্তর্গত ও অবস্থিত। উক্ত দলিলটি এ.ডি.এস.আর. হাঁসখালি-এর কার্যালয়ে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং বুক নং আই, ভলিউম নং ১৩১২-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৮৬৫৩ থেকে ১৮৬৬৬-তে ১৩১২০১২২১/২০২৫ নম্বর হিসেবে নথিবদ্ধ হয়েছে। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি বা পক্ষের কোনো প্রকার আপত্তি/দাবি থাকলে, ১০ দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
এ্যাডভোকেটস
১২/২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন- ০৩৩-৪০০৩-৮৯৫২
মোবাইল- ৯৮৩০২৩৮৮৩৬

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ **১) তাজরুল মল্লিক, ২) নাজিমুদ্দিন মল্লিক, ৩) রাইবুল মল্লিক,** সর্ব্ব পিতা লালমহম্মদ মল্লিক, সাকিম নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া, **৪) হাসনাহুরা বেগম,** স্বামী ইসলাম মিদ্যা, সাকিম ধুলাডিহি, কালপাথর, বাঁকুড়া, **৫) সপিয়া বিবি,** স্বামী তাজরুল মল্লিক, সাকিম নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া,। বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর নং কোবালা দলিল মূলে **১) মুমেনা বিবি,** স্বামী সহমত মল্লিক **২) সাহাবুল মল্লিক,** পিতা সহমত মল্লিক, **৩) তহমিনা বিবি,** স্বামী আলাউদ্দিন মিদ্যা, **৪) মহমিনা খাতুন,** পিতা সহমত মল্লিক, **৫) সাহামিনা বিবি,** স্বামী মজিবুর মিদ্যা, **৬) ইজমারুল হোসেন মিদ্যা, ৭) মজিবুর মিদ্যা, ৮) রবিয়া বিবি,** পিতা ইদরিশ মিদ্যা, **৯) মকুরুদা বিবি, ১০) আরজিনা খাতুন,** উভয় পিতা এমু খান, সর্ব্ব সাকিম নূতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া, উক্ত ১ নাগাদ ৪ নং দাতা দাত্রীগনের পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R, অফিসের ২৮৩৫/২১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও ৫ নং দাত্রীর পক্ষে বাঁকুড়া A.D.S.R, অফিসের ২৯৭৮/২১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও উক্ত ৬ নাগাদ ৮ নং দাতা দাত্রীর পক্ষে বাঁকুড়া D.S.R অফিসে ১২৫৪/২৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও উক্ত ৯।১০ নং, দাত্রীর পক্ষে বাঁকুড়া D.S.R অফিসে ৪৩১৭/২২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং **১১) শ্রী তমালকান্তি চ্যাটার্জী,** পিতা ৺রঞ্জিত কুমার চ্যাটার্জী, সাকিম রাজগ্রাম, বাঁকুড়া। আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, গোলামীতড়া মৌজায় (জে.এল-১৫৮) ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৪, ৭৪০, ৭৩৯, ৭৪১, ৬৫৫, ৫১২, ৫১১ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৪,৬৫ নং দাগে মোট ০.২৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে সেপ্টেম্বর। ১১ ই আশ্বিন। রবিবার, ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়িতে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখ ানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(আজ শারদীয়া দুর্গোৎসব ষষ্ঠী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার একদিন আগেই ঘোষণা হয়ে গেল এবছরের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান প্রাপকদের নাম। প্রতিবছর ষষ্ঠীর বোধন বেলায় নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এবার পঞ্চমীর বিকেলেই কলকাতা ও শহরতলি সেরা পুজোগুলির তালিকা ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার। এবছর কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলির ১১৩টি পুজো রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান পাচ্ছে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এক সাংবাদিক বৈঠকে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন। সেরার সেরা, সেরা সাবেকি, সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, পরিবেশবান্ধব ও বিশেষ বিভাগে পুজো গুলিকে সম্মানিত করা হয়েছে। ২৪ টি পুজোকে সেরার সেরা, ১২ টি পুজোকে সেরা সাবেকি বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সেরা মণ্ডপ ও সেরা প্রতিমার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে যথাক্রমে ১৩ টি ও সাতটি পুজো কমিটি। ১৭ টি পুজোকে পুরস্কৃত করা হয়েছে সেরা ভাবনার জন্য। সেরা পরিবেশবান্ধব পুজোর শিরোপা পেয়েছে বৃহত্তর কলকাতার ১৪ টি পুজো। এই পুজো কমিটি গুলি আগামী পাঁচই অক্টোবর রাজ্য সরকারের পুজো কার্নিভালে অংশ নেবে। এদিনই জেলার সেরা পুজোগুলিরও তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য সংস্কৃতি সচিব শান্তনু বসু ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্মৃতিধন্য খড়দার মেজবাড়ির পুজোর গরিমা এখনও অমলিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনে ইতিহাসের পাতায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে শ্রীপাট খড়দার মেজ বাড়ির নাম। ইতিহাস বলছে, আনুমানিক ১৫২২ সালে কুঞ্জবাটিতে বসতি স্থাপন করেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের পার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ। কথিত আছে, ১৫৩০ সালে নিজ গৃহে তিনি দশভূজা মাকে কাত্যায়নী রূপে পুজো করেন। আজও সেই প্রথা মেনেই পুজো হচ্ছে খড়দার গোস্বামী পাড়ার মেজ বাড়িতে। এবারে ৪৯৫ বছরে পড়ল মেজবাড়ির পুজো। পুজোর জৌলুস ফিকে হলেও, গরিমা কিন্তু এখনও অমলিন মেজবাড়িতে। এখানে উল্টো রথের দিন হয় দেবীর কাঠামো পুজো। ষষ্ঠীর বোধনের পর দেবী কাত্যায়নীকে বসানো হয় সিংহাসনে। একচালায় দেবী দশভূজা ডানদিকে গণেশ ও বামদিকে কার্তিক অবস্থান করলেও, নেই লদী-সরস্বতী। পরিবর্তে আছে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। দেবীর বাহন এখানে ঘোড়া। মেজ বাড়ি অন্যতম সদস্য নিত্যানন্দ প্রভুর চতুর্দশ বংশধর সরোজেন্দ্র মোহন গোস্বামী জানান, পুরনো রীতিনীতি মেনেই এই পুজো হয়ে আসছে। এবারে তাদের পুজো ৪৯৫ বছরে পদার্পণ করেছে। ষষ্ঠীর বোধন উৎসব হওয়ার পর মা-কে সিংহাসনে বসানো হয়। কথিত আছে, মাতৃ আরাধনার সময় এক মহিলা প্রভু নিত্যানন্দের হাতে উপহার স্বরূপ সাদা থান তুলে দেন। সেই থান স্বীকার করে নিয়ে তিনি নবপত্রিকায় তা পরিয়ে সিঁদুরের রঙে রাঙিয়ে তোলেন। সিঁদুরদানের সেই প্রথা আজও প্রচলিত।

দুর্গাপুজোতে ভিড় সামলাতে হাওড়া বিভাগে বাড়তি ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বাড়তি যাত্রী ভিড় মোকাবিলা করতে ও সাধারণ মানুষকে সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পূর্ব রেল হাওড়া বিভাগে আট জোড়া অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশ্যাল চালানোর ঘোষণা করল। ২৯ সেপ্টেম্বর/৩০ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর/১ অক্টোবর এবং ১ অক্টোবর/২ অক্টোবর রাতে এই স্পেশ্যাল ট্রেনগুলি চলবে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাওড়া, বর্ধমান রুটে দুটি জোড়া ট্রেন চালানো হবে; একটি ব্যান্ডেল হয়ে ও একটি ডানকুনি হয়ে। হাওড়া থেকে রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়া ট্রেন ভোর ৩টা ১০ মিনিটে পৌঁছবে বর্ধমানে, আবার বর্ধমান থেকে রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে হাওড়া আসবে রাত ১২টা ৫ মিনিটে।

মায়ের কাছে অসুরশক্তি নাশের প্রার্থনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যে ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অসুর শক্তি। সেই অসুর শক্তি যাতে এবার নাশ হয়, মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার রাতে শিল্পাঞ্চলে একাধিক দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন সন্ধেয় ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি নগর কলোনির দুর্গাপুজোর তিনি উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। তারপর জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামনগর আদর্শ পাড়া মোড়ে দুর্গাপুজো উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি হাজির হন। ভাটপাড়া পুরসভার ২৩, ২৪ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের অসহায় মহিলাদের নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। উক্ত সেবামূলক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, অতি সম্প্রতি বানভাসি কলকাতায় ১১ জন নিরাপরাধ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। অথচ সিইএসসি কিংবা কলকাতা কর্পোরেশন কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল না। তাঁর কথায়, এই বাংলায় সরকার পক্ষের লোকেদের জন্য একরকম আইন। আর বিরোধী পক্ষ কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা আইন। এদিন শাড়ি বিতরণ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, কৃষ্ণা গুহ, সুতপা মণ্ডল প্রমুখ। এদিন রাতে গারুলিয়ায় রামমারিয়া দুর্গাপুজো কমিটি এবং মুঙ্গের পাড়া দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

খড়দা নন্দনকানন সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা এবছর ৬৭ বছরে পা রাখল। প্রতিমা শিল্পী অসীম পাল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘির চাপলা গ্রামবাসীবৃন্দের প্রতিমা এবছর ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল।

বেলুড় মঠে ষষ্ঠীর বোধন শ্রীশ্রী দুর্গাপুজোর ভক্তিময় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুযায়ী ও বেলুড় মঠে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শনিবার বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হল শ্রীশ্রী দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর বোধন, যা সন্ধ্যা ৬৩০ মিনিটে শুরু হয়। প্রতিবারের মতো এবারের পুজোও ভক্তি, ঐতিহ্য ও শোভা-মণ্ডিত পরিবেশে উদ্ যাপিত হল। মঠ প্রাঙ্গণে ভক্তবৃন্দ বীণার সুরে প্রার্থনা, ধূপধুনো এবং শ্লোক পাঠে মগ্ন ছিলেন। উপস্থিত দর্শকরা অনুভব করছিলেন দেবীর মহিমা এবং দুর্গাপুজোর পবিত্র আবহ।

মঠ কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের শ্রীশ্রী দুর্গার প্রতিমা বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে দর্শকরা ঐতিহ্য ও ভক্তির এক অনন্য মিলন অনুভব করতে পারেন। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মঠের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বাহিরের পথ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

অনলাইনের মাধ্যমে পুজো অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। ভক্তরা বেলুড় মঠের ওয়েবসাইট এবং মঠের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন। অনলাইনে দানও করা যাচ্ছে ডোনেশন লিঙ্কের মাধ্যমে। এছাড়া ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটসঅ্যাপে অফিসিয়াল চ্যানেলে সব খবর ও আপডেট পাওয়া যাচ্ছে।

বোধনের পর পুজো বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্রমে এগোবে। শোভাযাত্রা, ধর্মীয় বক্তৃতা, আরাধনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। ভক্তরা জানিয়েছেন, বোধন ও দুর্গাপুজোর সূচনা তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ অনুপ্রেরণা ও আনন্দের সঞ্চার করেছে। মঠ কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছে, এবারের পুজো না শুধু হাওড়া বা কলকাতা, বরং সমগ্র বাঙালি সমাজের জন্য এক অনন্য সাংস্কৃতিক ও ভক্তিময় উৎসব হয়ে উঠবে। প্রতি বছরই বেলুড় মঠের পুজো ভক্তি, সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেয়।

আহিরিটোলা সর্বজনীনের প্যান্ডেলে আয়োজিত হল ছোটদের ধুনুচি নাচ।

উত্তর আর মধ্য কলকাতার বিখ্যাত সব পুজোমণ্ডপে পৌঁছনোর সুলুক-সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোয় এবার বর্ষাসুরের দাপাদাপি বেশ একটু বেশি-ই। আর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে নবমী-দশমীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়। তাই আগেভাগে পুজো মণ্ডপে হপিং শুরু করেছেন তিলোত্তমাবাসী। এদিকে কলকাতার পুজোয় নজরকাড়া বেশ কয়েকটি পুজো রয়েছে উত্তর আর মধ্য কলকাতায়। এই সব পুজো মণ্ডপে দ্রুত পৌঁছনোর সুলুক সন্ধান জানা থাকা দরকার সবারই।

প্রথমে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক, সেরা পুজো মণ্ডপের তালিকায় কারা কারা প্রথম সারিতে রয়েছে। এই তালিকায় একেবারের উপরের দিকে রয়েছে দমদম, লেকটাউন ও উল্টোডাঙা এলাকার দমদম পার্ক তরুণ দল, দমদম পার্ক যুবক বৃন্দ, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ, দমদম পার্ক সর্বজনীন, সিঁথি সর্বজনীন, দমদম পার্ক ভারতচক্র, টালা প্রত্যয়, টালা পার্ক, বেলগাছিয়া যুবকবৃন্দ, নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব, লেকটাউন অ্যাসোসিয়েশন, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ, ধরবাগান, করবাগান, কবিরাজিবাগান, গৌরবেড়িয়া সর্বজনীন, তেলেঙ্গাবাগান।

এর পাশাপাশি কুমোরটুলি, শোভাবাজার, হাতিবাগান এলাকায় রয়েছে নলিন সরকার স্ট্রিট, হাতিবাগান সর্বজনীন, হাতিবাগান নবীন পল্লি, কাশী বোস লেন, লালাবাগান নবাঙ্কুর, কুমোরটুলি সর্বজনীন, কুমোরটুলি পার্ক, জগৎ মুখার্জি পার্ক, বাগবাজার সর্বজনীন, আহিরীটোলা সর্বজনীন, আহিরীটোলা যুবকবৃন্দ, শোভাবাজার রাজবাড়ি, শোভাবাজার সর্বজনীন, সিকদার বাগান, শ্যামবাজার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

অন্যদিকে গিরিশ পার্ক, হেদুয়া ও মধ্য কলকাতায় রয়েছেন চোরবাগান সর্বজনীন, জোড়াসাঁকো, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, চালতা বাগান, পাথুরিয়া ঘাটা পাঁচের পল্লি, হেদুয়া আজাদ হিন্দ বাগের পুজো, মহম্মদ আলি পার্ক, শিয়ালদহ অ্যাথলেটিক্স, কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার।

এই সব পুজো মণ্ডপে দ্রুত পৌঁছতে গেলে মেট্রোতে যাওয়াই শ্রেয়। মেট্রোতে করে দমদম মেট্রো স্টেশনে পৌঁছলে কাছাকাছির মধ্যে পাবেন দমদম পার্ক তরুণ দল, দমদম পার্ক তরুণ সংঘ, সিঁথি সর্বজনীন, দমদম পার্ক ভারতচক্র। আর বেলগাছিয়ায় নামলে রয়েছে টালা প্রত্যয়, টালা পার্ক, বেলগাছিয়া যুবকবৃন্দ, নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব, লেকটাউন অ্যাসোসিয়েশন, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব।

অন্যদিকে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনে নামলে হাঁটা দূরত্বেই পাবেন বাগবাজার সর্বজনীন, হাতিবাগান সর্বজনীন, হাতিবাগান নবীন পল্লি, সিকদার বাগান, নলিন সরকার স্ট্রিট, শ্যামবাজার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন-এর মতো পুজো। আর তার আগে শোভাবাজার-সুতানুটিতে নামলে পাচ্ছেন, কুমোরটুলি সর্বজনীন, হাতিবাগান নবীন পল্লি, হাতিবাগান সর্বজনীন, নলিন সরকার স্ট্রিট, গৌরিবাড়ি, করবাগান তেলেঙ্গাবাগান, কাশী বোস লেন। গিরিশ পার্কে পৌঁছলে পাবেন চোরবাগান সর্বজনীন, জোড়াসাঁকো, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, চালতা বাগান, পাথুরিয়া ঘাটা পাঁচের পল্লি। আর মহাত্মা গান্ধি রোডে নামলে পাবেন মহম্মদ আলি পার্ক, শিয়ালদহ অ্যাথলেটিক্স, কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২ আশ্বিন ১৪৩২ রবিবার

শক্তিরূপেণ...

নয়ের পল্লি শিয়ালদহ সর্বজনীন দুর্গাপুর কমিটির শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দুর্গা প্রতিমা।

শিয়ালদহ রেলওয়ে অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিমা।

বিধাননগর আইবি ব্লকের প্রতিমা।

ত্রিধারা সম্মিলনীর প্রতিমা।

খিদিরপুর ২৫ পল্লির দুর্গা প্রতিমা, এবছর পুজো ৮১ বছরে পদার্পণ করল।

বিপ্লবীদের আখড়ায় শতবর্ষের দুর্গোৎসব

সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে অগ্নিযুগের শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার উত্তর প্রান্তে সিমলা ব্যায়াম সমিতির নাম উচ্চারণ মানেই বিপ্লবীদের স্মৃতি, শরীরচর্চার ঐতিহ্য এবং শক্তির আরাধনা। ১৯২৬ সালে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর হাতে শুরু হওয়া এই দুর্গাপুজো এ বছর শতবর্ষে পদার্পণ করল। কেবল উৎসব নয়, শুরু থেকেই এই পুজো ছিল এক ঐক্যের আখড়া; যেখানে দেবী আরাধনার পাশাপাশি তরুণদের হাতে ধরা হয়েছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। শরীরচর্চার মাধ্যমে বিপ্লবীদের প্রস্তুত করার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই সমিতি। তাই দুর্গোৎসবও সীমাবদ্ধ থাকেনি কেবল পুজো-পার্বণে, বরং শক্তির আরাধনার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল মূল লক্ষ্য। ইতিহাস বলছে, এই পুজোয় সভাপতিত্ব করেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজে। ১৯৩২-৩৩ সালে ব্রিটিশ শাসকরা বেআইনি তকমা দিয়ে পুজো বন্ধ করার চেষ্টা করলেও শেষমেশ তা টেকেনি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর স্বদেশি আবেগে সিক্ত হয়ে এটি পরিচিত হয়েছিল 'স্বদেশি পুজো' নামে।

শতবর্ষের মণ্ডপে ইতিহাস যেন জীবন্ত। মরচেধরা দরজা পেরোতেই দর্শনার্থীরা প্রবেশ করছেন অগ্নিযুগের সংগ্রহশালায়। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘাযতীন থেকে শুরু করে সূর্য সেন ও নেতাজির কর্মকাণ্ড রং-তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠেছে মণ্ডপের দেওয়ালে। রয়েছে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, বোমা তৈরির উপকরণের ছবি, এমনকী বইয়ের ভেতরে লুকনো পিস্তলের ঝলকও। একদিকে অতীতের ত্যাগ আর অন্যদিকে বর্তমান প্রজন্মের জন্য তা শিক্ষার দিশা।

এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করছেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্র পাল। প্রতিমা গড়া শুরু হয় মার্চ মাসেই, সমিতির মাঠে। তাই এলাকার ছোট থেকে বড় সবাই প্রতিমা তৈরির প্রতিটি পর্বের সাক্ষী হন। বিসর্জনেও স্থানীয় যুবকেরাই থাকেন অগ্রণী। সমিতির সদস্যদের মতে, এটা শুধু দেবী আরাধনা নয়, বরং বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের প্রতি প্রণাম। শতবর্ষে তাই তাঁদের মূল বার্তা;ঐতিহ্য আঁকড়ে নব প্রজন্মকে শক্তির উপাসনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সিমলা মানেই স্বামী বিবেকানন্দের পাড়া। তাঁর বাণীতে যেমন যুবশক্তির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, তেমনই আজও সেই চেতনা জড়িয়ে আছে এই পুজোয়। শতবর্ষের আয়োজনে তাই ঐতিহ্য, ইতিহাস আর দেশপ্রেমের মেলবন্ধনই হয়ে উঠেছে সিমলা ব্যায়াম সমিতির সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধার্ঘ অগ্নিযুগকে।

শীল লেনের দাসবাড়িতে টানা ১৫ দিন উমার আরাধনা হয়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মানেই পুজোর শহর। কিন্তু হাজার আলো-ঝলমলে বারোয়ারি প্যান্ডেলের আড়ালে এখনও লুকিয়ে আছে কিছু ব্যক্তিগত আয়োজন, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেনে চলা হয় নিখুঁত আচারবিধি। পূর্ব কলকাতার ট্যাংরার শীল লেনের দাস পরিবার ঠিক তেমনই এক উদাহরণ। টানা ১৯ বছর ধরে তারা পালন করছে এক বিশেষ রীতি; প্রতিপদ থেকে টানা ১৫ দিনব্যাপী দুর্গার আরাধনা। প্রসেনজিৎ দাস, বাড়ির কর্তা, নিজেই পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কথায়, আমাদের বাড়িতে আদ্রা নক্ষত্রের কৃষ্ণপক্ষ নবমীতেই দেবীর বোধন হয়। সেই দিন থেকেই শুরু হয় পুজো। প্রতিদিন আলাদা উপচারে মাকে পুজো করি। এখানে দেবীকে গৃহলদী ও বাড়ির মেয়ে রূপেই দেখা হয়।

পুজোর ভোগের রীতিও একেবারে স্বতন্ত্র। সকাল শুরু হয় গরম জল ও বেলকাঠ দিয়ে, দুপুরে অন্নভোগে থাকে সবজির তরকারি, ভাজা, ফল, মিষ্টি। সন্ধ্যায় আরতি শেষে ভক্তদের দেওয়া হয় লুচি, নারকেল নারু, হালুয়া, সিঙ্গারা। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে পথচলতি অতিথিও সেই ভোগে ভাগ পান। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য রাতের 'গুপ্ত পুজো'। সপ্তমী থেকে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে গভীর রাতে হয় বিশেষ আচার, যা নিয়ে রহস্যের আবহ বিরাজমান। পাশাপাশি তিনদিন ধরে হয় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে হোম এবং প্রতীকী বলি। এখানে পশুবলি নেই, কুশমাণ্ডা বলি দিয়েই সম্পন্ন হয় রীতি। প্রসেনজিৎবাবুর স্ত্রী রিমা দাস পুজোর যাবতীয় আয়োজন নিজের হাতে করেন। ফল কাটা থেকে অন্নভোগ রান্না, লুচিভোগ পরিবেশন কিংবা দেবীর শয্যা প্রস্তুত করা; সবেতেই তিনি নিবেদিত প্রাণ। তাঁর কথায়, মা চলে গেলে মন খারাপ হয়, ফের আসার দিন গুনি। আলো-আড়ম্বরহীন এই আয়োজনের মূলে আছে ভক্তি ও পারিবারিক আবেগ। শহরের ব্যস্ততার মাঝেও শীল লেনের দাস পরিবার প্রমাণ করে, দুর্গাপুজো কেবল উৎসব নয়, বরং একান্ত অন্তরের সাধনা, উত্তরাধিকার ও বিশ্বাসের অবিচ্ছিন্ন স্রোত।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন, প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে বালিগঞ্জ কালচারাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার প্রাচীনতম দুর্গাপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এবছর উদ্‌যাপন করছে ৭৫তম বর্ষপূর্তি। প্লাটিনাম জুবিলির উপলক্ষে তাদের এবারের থিম 'প্রথা'। নামের মধ্যেই রয়েছে বার্তা; ঐতিহ্যের শেকড় আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলা আধুনিকতার পথে।

১৯৫১ সালে সূচনা হয়েছিল এই পুজোর। দীর্ঘ সাত দশকের পথচলায় কখনও সাবেক ধাঁচে, কখনও সামাজিক বার্তার মাধ্যমে, আবার কখনও আধুনিক শিল্পকলার ছোঁয়ায় দর্শনার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে বালিগঞ্জ কালচারাল। এ বছরও সেই ধারা বজায় রেখে মণ্ডপে প্রতিফলিত হয়েছে বনেদিয়ানা ও শিল্পভাবনার যুগলবন্দি। রাস্তার উপরেই গড়ে উঠেছে মণ্ডপ, চারপাশের পুরনো বাড়িগুলিও সাজসজ্জার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রতিমাতেও ধরা দিয়েছে সাবেক আভিজাত্য। শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল, যিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত, তাঁর নকশায় মণ্ডপ পেয়েছে নতুন মাত্রা। অতীতের স্মৃতি আর বর্তমানের নান্দনিকতার অনন্য সমন্বয়ে সৃজিত হয়েছে এ বছরের আয়োজন।

পুজো কমিটির সম্পাদক অঞ্জন উকিল জানান, আমাদের পুজো ঐতিহ্যের ধারক। দশমীতে ধুনুচি নাচ, মহিলাদের অনুষ্ঠান; এসব আমাদের প্রথা। এবারের বিশেষত্ব আমাদের শিল্পী, যিনি ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে একসঙ্গে মিশিয়েছেন। দর্শকদের জন্য এটি এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। ৭৫ বছরের এই যাত্রাপথে বালিগঞ্জ কালচারাল প্রমাণ করেছে যে দুর্গাপুজো কেবল দেবী দর্শনের উৎসব নয়, বরং বাঙালির শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজচেতনার মিলনক্ষেত্র। এবারের প্লাটিনাম জুবিলিতে সেই বার্তাই আরও একবার উচ্চারণ করছে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই পুজো।

ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানাল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, এবারের থিম 'অপারেশন সিঁদুর'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পহেলগাঁও-এর বৈসরণ ভ্যালির ঘটনা এখনও দগদগে। ২৬ জন পর্যটককে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতবাসীকে। এই হামলার প্রতিশোধ নিতে সেনাবাহিনীর অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'। আর এই 'অপারেশন সিঁদুর'-কেই এবার থিম হিসেবে তুলে ধরেছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার বা লেবুতলা পার্কের পুজো।

এর আগে কখনও রামমন্দির, আবার কখনও লালকেল্লা। দুর্গাপুজোর থিমে বারবার চমক দিয়ে এসেছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। এবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাফল্যকে কুর্নিশ জানাতেই এই থিম বলে জানানো হয়েছে উদ্যোক্তাদের তরফে। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকেই দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মণ্ডপ। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবারের থিমের মাধ্যমে ভারতীয় নারীশক্তি ও সেনাবাহিনীর অসামান্য সাহস এবং বীরত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। এই থিমে একদিকে যেমন দেশের সুরক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনই হিন্দু বিবাহিত নারীদের কাছে সিঁদুরের মাহাত্ম্য এবং শাঁখা-পলার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে। একটি পাহাড়ি গুহার আদলে তৈরি হয়েছে পুরো মণ্ডপ। মণ্ডপের গায়ে লেজার শো-এর মাধ্যমে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তৈরি একটি কৃত্রিম ভিডিও প্রদর্শন করা হচ্ছে। থিমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মণ্ডপ ও প্রতিমা সাজানো হচ্ছে। দেবী দুর্গার প্রতিমাও এই থিমের অংশ হবে। দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তির উলটো দিকে রয়েছে বিরাট আকারের একটি দুর্গার মুখ। যেখানে বোঝানো হবে যে দেবী একদিকে যেমন অসুর বিনাশিনী, তেমনই তিনি একজন বিবাহিত নারী, যার সিঁথিতে রয়েছে সিঁদুর। এর পাশাপাশি মণ্ডপের ভেতরে লেজার ও প্রজেকশন লাইট শো-র ব্যবস্থা থাকবে, যা মন কাড়বে আট থেকে আশি সবার।

পুলিশি বাধা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সজল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিখ্যাত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজো এবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের অভিযোগ, পুজো বন্ধ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং প্রশাসনের পদক্ষেপে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'জনমতই একমাত্র পথ। তবে যত্রতত্র পুলিশ ব্যারিকেড বসিয়েছে, মানুষ মণ্ডপে পৌঁছচ্ছেন না। শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত যান চলাচল বাধাগ্রস্ত, অলি গলিতেও ব্যারিকেড। এই পুলিশি জুলুমের মুখে কতক্ষণ পুজো চালাতে পারব জানি না। আরও কিছু পুলিশি নোটিস আসার অপেক্ষায় আছি। পাশে থাকুন।'

পুলিশের তরফে অবশ্য বলা হয়েছে, এই নির্দেশনাগুলি শুধুমাত্র দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। তাদের দাবি, প্যান্ডেলের প্রবেশপথ, লাইট ও সাউন্ড শো, লেজার শো এবং কাঠামোর স্থায়িত্ব যাচাইসহ অন্যান্য পদক্ষেপের জন্য নোটিস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুজো কমিটির সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, এটি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং জনপ্রিয় পুজোকে বাধাগ্রস্ত করার চক্রান্ত। বিগত বছরগুলির মতো এই পুজো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভক্তিকে একত্রিত করার জন্য পরিচিত। এবার পুলিশি বাধা ও অতিরিক্ত নোটিসের কারণে উদ্যোক্তারা উদ্বিগ্ন। যদিও পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে পুজো বন্ধ করার পরিকল্পনা নেই, তবুও প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে পুজো কমিটি প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কলকাতাবাসীর নজর এখন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দিকে। যদিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতেও পুলিশি ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন নেটিজেনরা।

মহালয়ার দিনে ৬৭২টি শঙ্খে বাজল ইতিহাস, গড়ল নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া বুক অফ রেকর্ড এবং ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডেও নিজেদের নাম নথিভুক্ত করল কলকাতার নামকরা দুর্গাপুজো কমিটি। মহালয়ার দিন দেশপ্রিয় পার্কে ৬৭২ জন মহিলা একত্রিত হয়ে শঙ্খ বাজিয়ে গড়লেন এক অনন্য রেকর্ড। এই আয়োজনের নাম ছিল 'শক্তির আরাধনা', যার ট্যাগলাইন ছিল, 'বাজাব শঙ্খ, গড়ব রেকর্ড'। সকাল থেকেই একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে মহিলারা সাদা-লাল পাড় শাড়ি পরে হাজির হন। শঙ্খধ্বনি বাজানো শুরু হলে পুরো পার্ক প্রতিধ্বনিত হয় পবিত্রতার আবহে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধুই রেকর্ড গড়া নয়, নারীর শক্তি ও ঐতিহ্যকে একত্রিত করার বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিতদের মতে, একসঙ্গে ৬৭২টি শঙ্খ বাজানোর দৃশ্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা হিসেবে স্মৃতিতে গেঁথে যাবে। এশিয়া বুক অফ রেকর্ড এবং ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডেও এই আয়োজনের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই আয়োজনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, বাঙালি সংস্কৃতি, ভক্তি ও নারী শক্তি একত্রিত হলে কতটা প্রভাবশালী বার্তা সৃষ্টি করা যায়। শঙ্খের এই অনন্য সুরে শুভর সূচনা ঘটে দুর্গাপক্ষের। অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা ও প্রেরণায় প্রত্যেক দর্শক অংশগ্রহণ ও ঐক্যের অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফেরেন, যা দুর্গোৎসবকে আরও স্মরণীয় করে তোলে। এই ইতিহাসিক মুহূর্ত পুরো শহরের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পতিতালয় নয়, বরং সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক গৃহের মাটি লাগে দেবী দুর্গার প্রতিমায়!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বর্তমান সমাজে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে 'দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরিতে পতিতালয়ের মাটি আবশ্যিক'- এই ধরনের পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘোরা ফেরা করে। বহু লোকের বিশ্বাস সমাজের চোখে তারা 'পতিতা' হলেও মায়ের মূর্তি তৈরিতে তাদের অবদান অতি আবশ্যিক, কারণ মা সকলের। শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়তে প্রয়োজন গভীর মূত্র, গোবর, ধানের শীষ ও বেশ্যাদ্বারের মাটি এই চারটি মূল উপাদান। যদিও তাতে পতিতালয়ের মাটি কেন সেই প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন যে পুরুষ পতিতালয়ে যান, সে তার কয়েক জন্মের পুণ্যের অর্জিত ফল রেখে আসেন পতিতালয়ে, বিনিময়ে তিনি বহন করে আনেন পাপ। সুতরাং পতিতাবৃত্তি যারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তারা অর্জন করলেন পুরুষের অর্জিত পুণ্য। আর তাই পতিতালয় পুণ্যস্থান। এই পুণ্যস্থানের মাটি আবশ্যক।

যদিও এই সকল বিশ্বাস ও মতবাদের পিছনের আসল সত্যিটা কি, এই দাবিগুলো কতটা সত্য-মিথ্যা, কতটা শাস্ত্রসম্মত না কি এর পেছনেও রয়েছে কোনো উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার, তারই কার্যকারণ ও উৎস খুঁজতে পাওয়া যাচ্ছে একাধিক তথ্য ও ব্যাখ্যা, যা এই বিষয়কে নিয়েই সম্বন্ধিত। যা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরি।

মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে- 'অভিষিক্তা ভবেৎ বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে।'

'পূর্ণাভিষেকো দেবেশি দশ বিদ্যাবিধোস্মৃত'

'সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব ব্রা অনস্বন্তঃ শ্রব ঐযন্ত পজ্রা।।'

বৈদিক শাস্ত্রকারেরা এর অর্থ বলছেন, যিনি দেবত্ব অর্জন করেছেন, সেই রকম অভিষিক্তাকেই বেশ্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রচৈতন্য হওয়ার ফলে যিনি দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন, এরকম অভিষিক্তাকে বেশ্যা বলা হয়েছে। আর তাঁরা যেখানে বাস করেন সেই দ্বারের মাটিকে বলা হয়েছে।

এখানে দেবী দুর্গাকে দেবত্ব প্রদান করেছিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু, মহেশ্বর। বৈদিক সংস্কৃত শব্দের অর্থ না জানার ফলে বিভ্রান্তি। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত 'সংস্কৃত টোল'-এর প্রধান অধ্যাপক রামচন্দ্র ঘোষাল স্মৃতিতীর্থ বলেন, দেবী দুর্গার মূর্তি নির্মাণের সময় 'বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা' উল্লেখ আছে। এই মৃত্তিকা আসলে কি তা মহানির্বাণ তন্ত্রে শিব-পার্বতী সংবাদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে যে সাধক/সাধিকা দশ মহাবিদ্যার সাধনাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত তিনিই অভিষিক্তা। উক্ত বেশ্যা মানে কুলটা বা গণিকা অথবা পতিতা নয়। এমনকী পতিতার সঙ্গে যে ব্যক্তি সম্পর্ক করবে সে ব্যক্তি রৌরব নামক নরকে গমন করবেন। তন্ত্রে এরূপ সদাশিব দেবী পার্বতীকে বলেছেন।

দশ মহাবিদ্যার উপাসক যে গৃহে দশ-মহাবিদ্যার উপসনা ও নিজেরা বসবাস করিয়া থাকেন সেই গৃহ-দ্বারের মাটিকে বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা বলে। বর্তমানে সে রকম দশমহাবিদ্যার উপাসক নেই বা একেবারেই দুস্প্রাপ্য। তাই শাস্ত্রবিদগন নিজের গুরুর গৃহদ্বারের মাটি ব্যবহার করতে বলেন। অথবা কোনও সতীপীঠের মাটি ব্যবহার করতে বলেন। দশ মহাবিদ্যার নিকট ত্রিলোক বশীভূত তাই তিনিই বেশ্যা। এই বিদ্যাতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের অঙ্গেই দশ মহাবিদ্যা অধিষ্ঠান করে। তাই সেই ব্যক্তির গৃহের মৃত্তিককেই বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতার হাত থেকে প্রতিমা তৈরি শিখেছেন হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের বাসিন্দা ও মৃৎ শিল্পী বিষ্ণুপদ মাইতি। তিনি এই বিষয়ে বলেন, আমি বাবার হাত ধরেই প্রতিমা তৈরি করা শিখেছি। বেশ্যাদ্বারের মাটি লাগে প্রতিমা তৈরি করতে, এটা আমি শুনেছি। যদিও এর ব্যবহার আমার বাবাও করতেন না, আমিও কখনও করিনি। আমরা বরাবরই গঙ্গা থেকে মাটি এনে প্রতিমা তৈরি করি। কয়েক বছর ধরে আমি ১৫০ বছরের পুরাতন বনেদি বাড়ির প্রতিমাও তৈরি করি। যদিও ওই ধরনের কোনো মাটি আমি ব্যবহার করি না।

বৈদিক শাস্ত্রকারদের অভিমত সমাজে শব্দের অপব্যখ্যা হয়ে যাওয়ার কারণেই এই ধরনের অবস্থা তৈরি হয়েছে। শাস্ত্র, পুঁথির জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজের লোকেদের এখন শাস্ত্রজ্ঞান নেই, সমর্পণ নেই, শ্রদ্ধা নেই। তাই বর্তমানে এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে শাস্ত্রে বলছে পিতার মৃত্যুর পর মুখ্য অগ্নির স্থান বদলে গিয়ে মুখে-আগুন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকার দরুন সমাজের এই অবস্থা বলেও দাবি শাস্ত্রকারদের।

একইভাবে গীতার জ্ঞানযোগ অধ্যায়-এর নং ৪০ নং শ্লোক 'অজ্ঞঃ চ অশ্রদ্দধ্যানঃ চ সংশয় আত্মা বিনশ্যতি। ন অয়ম লোক অস্তি ন পরাঃ ন সুখম্ সংশয় আত্মম।'

ব্যাখ্যা- মুর্খ এবং শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখন ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহ লোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

যদিও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতে শাস্ত্র সম্বন্ধে অনাগ্রহ ও আশ্বিন মাসের শারৎকালের দেবী দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে বর্তমান বাঙালি সমাজের অধিকাংশই 'দুর্গোৎসব'-এ মেতে উঠলেও পুজোর শিষ্টাচার কতটা রক্ষিত হচ্ছে তাই নিয়েও সংশয় থেকে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

রেকর্ড পতন টাকার দামে, নেপথ্যে এইচ ১বি ভিসার ধাক্কা, তুঙ্গে জল্পনা

প্রতিবেদন নামতে নামতে নয়া নজির গড়ল ভারতীয় মুদ্রা রুপি। ২০২৫ এ নেমেই চলেছে আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার দাম। শুক্রবার এক নয়া নজির গড়ল টাকা। যার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে এক ডলারের ক্রয়মূল্য দাঁড়ালো ৮৯ টাকা ৭০ পয়সায়। যা সর্বকালীন রেকর্ড বলেই দাবি বিশেষজ্ঞদের। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩ শতাংশ পড়েছে টাকার দাম। প্রথমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজব শুল্কনীতি, তারপর এইচ ১বি ভিসা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ফতোয়া। এই জোড়া ফলাতেই কি টাকার এই পরিণতি, যা নিয়ে চলছে জল্পনা। এইচ-১বি ভিসার ফি এবার লাগামহীন ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিদেশি কর্মীদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলিকে বছরে ১ লক্ষ ডলার করে মাশুল দিতে হবে। আর এই আঘাতে দিশাহারা তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টর। চাপে পড়েছে ভারতও। এরই কি মূল্য চোকাচ্ছে টাকা, উঠছে প্রশ্ন। এশিয়ার মুদ্রাগুলির মধ্যে টাকার পতন সবথেকে বেশি হয়েছে ২০২৫ সালে। প্রায় সাড়ে ৩ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ট্রাম্পের ভিসা নীতি এবং আমদানি শুল্কের জেরে টাকা যেদিকে যাচ্ছে, তাতে খুব শীঘ্রই এক ডলারের দাম ৯০ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। আর এই অবস্থায় সবথেকে যে আশঙ্কা বাড়ছে, সেটি হল, এই প্রবণতা শুরু হওয়ায় দলে দলে বিদেশি লগ্নিকারীরা তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে বিনিয়োগ ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে। আর সেই ধাক্কায় কাঁপছে সেনসেক্স ও নিফটি। কিন্তু মার্কিন ভিসা নীতির জেরে ভারতের শেয়ারবাজার, টাকার মূল্য এতটা টালমাটাল কেন? কারণ, যত দিন যাবে, ততই ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়োগ কমতে থাকবে। তার পরিণতি হল, আমেরিকা থেকে ভারতে ডলার আসা কমবে। এখন বছরে আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয়দের মাধ্যমে এদেশে কমবেশি তিন হাজার কোটি ডলার আসে। সেখানে অবধারিত ভাবে কোপ পড়বে। পাশাপাশি ভারতের আরবিআইও টাকার পতন রোধে কোনও জোরদার ব্যবস্থা নিচ্ছে, এমন খবরও নেই। ফলে এই পতনের আসু কোনও সমাধান এখনই অন্তত দেখা যাচ্ছে না।

শব্দবাণ-৪০১

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নিতান্তই শিশু ৪. দুঃখ, ক্লেশ ৫. খেয়াল ৭. রান্না, খাবার পাক করা ৯. ভীমের অস্ত্র ১১. সমাজের নেতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অবজ্ঞা ২. খারিজ, বাতিল ৩. বক্তৃতা ৬. দলের অনুগত কর্মী ৮. সমুদ্র ১০. দেবী দুর্গার এবার এতেই আগমন।

সমাধান: শব্দবাণ-৪০০

পাশাপাশি: ১. চকচকানি ৩. দুষ্কর ৫. আরাম ৭. ললাম ৮. গাজন ১০. বলবিক্রম।

উপর-নীচ: ১.চ তুষ্ক ২. কাছাআলগা ৩. দুলাল ৪. রংমশাল ৬. মদন ৯. জখম।

জন্মদিন

আজকের দিন

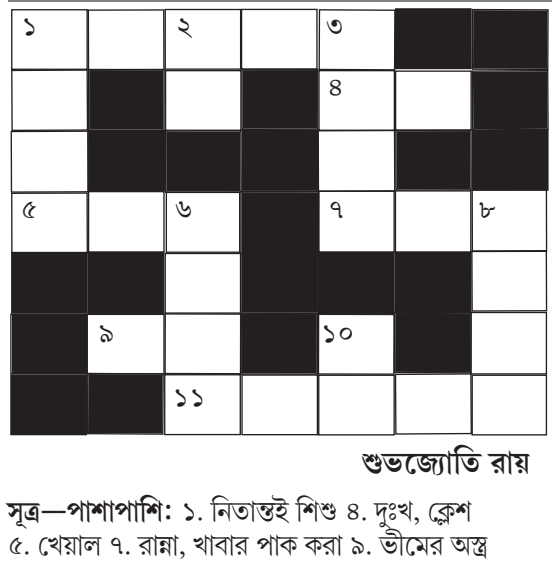

লতা মঙ্গেশকর

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রনবীর কাপুরের জন্মদিন।*

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উইল ও তাঁর মহত্ত্ব

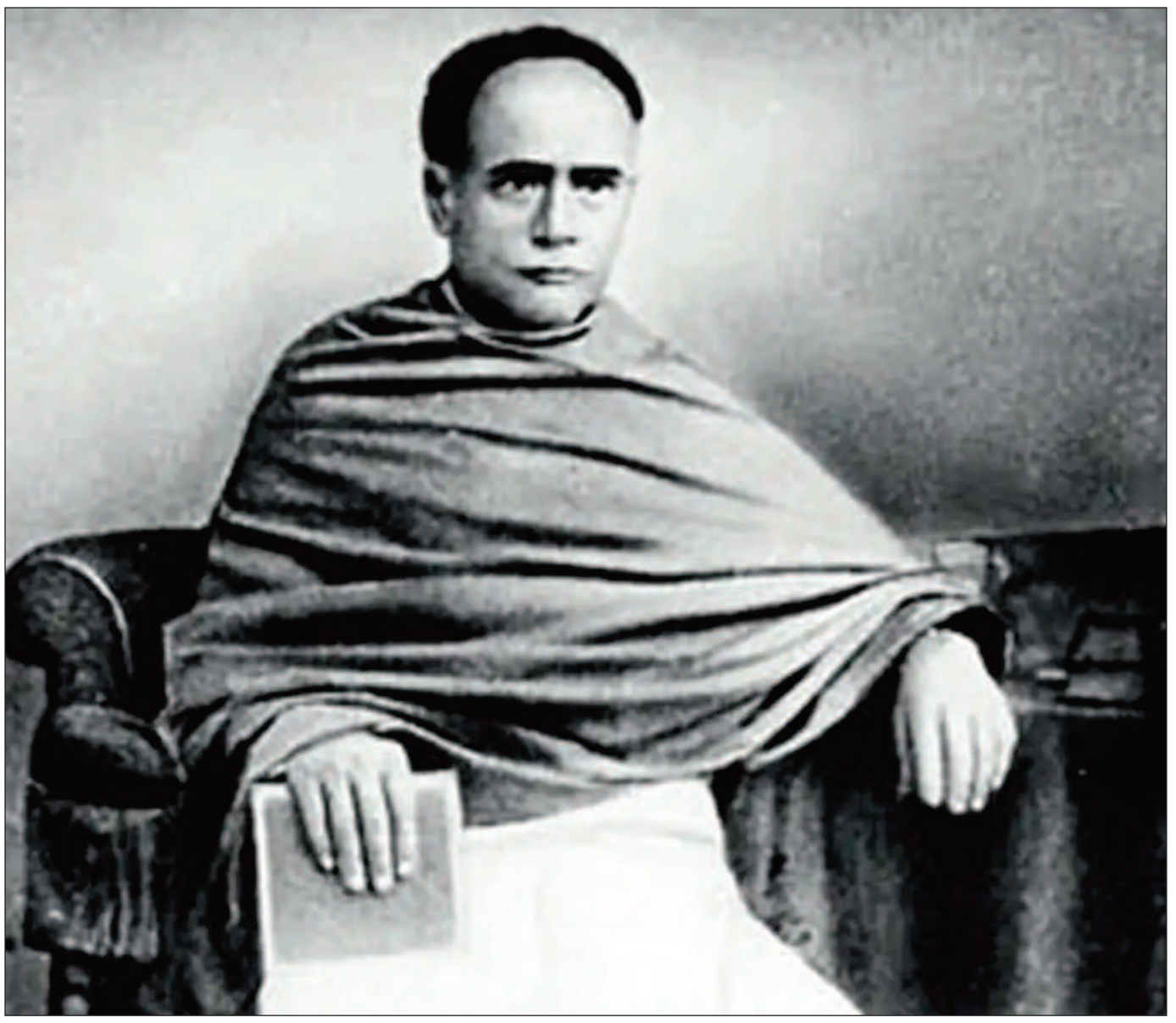

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সত্ত্ব হিসেবে একটি উইল করে গিয়েছিলেন। সেই উইলের মত আর কোনো বাঙালির উইল এত বিখ্যাত নয়। ১৮৯৬ সালে শম্ভুনাথ বিদ্যারত্নের 'ভ্রম নিরাশ' গ্রন্থে সর্বপ্রথম উইলটি পরিপূর্ণ আকারে ছাপা হয়। শুরুতে তিনি উল্লেখ করেছেন ক্ষ্মআমি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইলক্ষ্ম । এটি দেখে মনে হয় পূর্বে তিনিও হয়তো কোন উইল করে থাকতে পারেন। ১৮৭৫ সালে উইল রচনার পরে বিদ্যাসাগর বেঁচে ছিলেন আরো ১৫ বছর। সম্পাদনা করেছিলেন ১৮৭৫ সালের ৩১ মে। এর পূর্বে ১৮৬৬ সালে পাইকপাড়ায় গাড়ি দুর্ঘটনার পর থেকে বিদ্যাসাগর দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

বিদ্যাসাগরের উইলটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর পরিবারের প্রত্যেকেই তার মাসোহারার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আলোচ্য উইলের যারা সাক্ষী ছিলেন তারা হলেন শ্রী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, শ্রী বিহারীলাল ভাদুড়ি, শ্রী রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রী নীলমাধব সেন, শ্রী কালীচরণ ঘোষ, শ্রী গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রী যোগেশ চন্দ্র দে।

বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রদত্ত উইলের সবথেকে বিতর্কিত অংশটি ছিল ২৫ নম্বর ধারা। সেখানে বিদ্যাসাগর লিখছেন 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত বৃত্তি নির্বন্ধস্থলে তাহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ এবং ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্যকরী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকলেও তাঁহারা চতুর্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন'। আসলে পুত্রের প্রতি বিদ্যাসাগরের ক্ষোভের অনেকগুলি কারণ ছিল। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বারবনিতা ও পরিচারিকা সংসর্গের কথা তৎকালীন অনেক লেখকের লেখনীতে পাওয়া যায়। সরযু দেবী তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন ক্ষ্ম নারায়ণ বাবুর চরিত্র দোষ বরাবরই ছিল পিতার সাথে মনোমালিন্য ঘটিবার এইটি একটি গুরুতর কারণ। একটি চাকরানি সহিত তাহার প্রসক্তি ছিল। সে নারায়ন বাবুর সঙ্গে পাটরানী হইয়া সংসারে বিরাজ করিতে লাগিল এবং তাঁহার সংসারের সর্বনাশ হইল। ইহাতেই তাহার কুৎসিত বৃত্তি...

না হওয়ায় তিনি প্রকাশ্যভাবে বারবণিতাকে রক্ষিতা রাখিয়া তাহার বাটির সন্নিকটে সুকিয়া স্ট্রিটে একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখেন। এই স্ত্রী লোকটির কতকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল ক্ষ্ম বিদ্যাসাগর পন্ডিত হলেও তাঁর পুত্র নারায়ণ আশৈশব খুব একটা শিক্ষা পাননি। বিদ্যাসাগর তার উইলের ২৫ নং ধারার জন্য স্মরণীয়।

সম্পত্তির ও ঋণের হিসাব ক্ষীরোদ প্রসাদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়

১) কলকাতার ২২ নম্বর শংকর ঘোষের লেনের বাড়ি (মেট্রোপলিটয়ান কলেজ বিল্ডিং) মিউনিসিপ্যালিটির মূল্য নির্ধারণের নীতি অনুসারে বার্ষিক ১৯২০ টাকা সাড়ে ১২ গুণ — ২৩,৬৪০ টাকা
২) কলকাতার ২৫ নম্বর বৃন্দাবন মল্লিক লেনের (বাদুর বাগান) বাড়ি। মিউনিসিপ্যালিটির মূল্য নির্ধারণের নীতি অনুসারে বার্ষিক ১ হাজার ২১১ টাকা হারে ১২ গুণ- — ১৪৬৫২ টাকা।
৩) ১৮ নম্বর গড়পার রোড, বার্ষিক ১২৫ টাকা হারে ১২ গুণ — ২১৬০ টাকা।
৪) কার্মাটাড়েরের বাংলো নির্ধারিত মূল্য ৫০০ টাকা।
৫) ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলে জমা১৮,২৭২ টাকা।
ঋণ
১) ভোলানাথ পাল ১৭ টাকা ৯ আনা
২) হরি বিহারী সেন ২০০ টাকা
৩) কৃষ্ণমোহন কুন্ডু ১৮৫ টাকা
৪) মহলানবীশ এন্ড কোম্পানি ১৪০ টাকা
৫) থ্যাকার স্পিঙ্ক এন্ড কোম্পানি ২৩৫ টাকা ২ আনা
৬) হেমচন্দ্র রায় ২৫ টাকা ৪ আনা
৭) শ্রী দাস শীল ৩১৫ টাকা ৯আনা ২ পয়সা
৮) গুরু প্রসন্ন ঘোষ ৩৫০ টাকা ১ আনা
৯) প্রিয় গোপাল বিষয়ী ১৭ টাকা ২আনা
১০) শ্রীকৃষ্ণ দাস ৩৯ টাকা ৯ আনা
১১) হরিমোহন চ্যাটার্জী ৫০ টাকা
১২) অক্ষয় কুমার গুই ৩২ টাকা।

এখানে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজ কে কখনোই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতেন না এবং কলেজের জন্য যে জমি তিনি কিনেছিলেন ও গৃহ নির্মাণ করেছিলেন তার ঋণ কলেজে রোজগার থেকেই পরিশোধ করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের উইলের বিরুদ্ধে তার পুত্র নারায়ণ কোর্টে একটি বয়ান দাখিল করেন। সেখানে নারায়ণ বলেন 'আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র। আমার পিতা ক্রোধে অভিভূত অবস্থায় একটি উইল তৈরি করেছিলেন। আমি শুনেছি যে সাক্ষীদের সামনে তিনি উইলের স্বাক্ষর করেননি। তা যদি হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে এ উইল আইনসম্মত না হতে পারে। উইলের বয়ান আমার পিতার হাতে লেখা সাক্ষর তাঁর হাতের লেখা বলেই মনে হয়। পুরো উইলটাই পিতার হাতের লেখা। উইলে যতগুলি সই আছে সবই আমার পিতার।

শ্যামাচরণ দে কে আমি চিনতাম, শুনেছি তিনি উইলের একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন। তিনি এখন মৃত। বিহারীলাল ভাদুড়ীকেও আমি চিনতাম। তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। এখন বেঁচে নেই। নীলমাধব সেনের নাম শুনেছি কিন্তু চিনি না। তিনি কি করতেন তাও জানিনা। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কে চিনতাম তিনি বেঁচে নেই। আমি এ ব্যাপারে রাধিকা প্রসাদ মুখার্জী, কালীচরণ ঘোষ, যোগেশ চন্দ্র দে কে তাঁদের বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেছি। তাঁরা লিখিতভাবে যা বলেছেন তা আমি উপস্থাপিত করছি।' এরপর নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীচরণ ঘোষ, রাধিকা প্রসন্ন মুখার্জি, যোগেশ চন্দ্র দে সবার কথা উল্লেখ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় উইলে উল্লেখ করেছেন 'চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ মোহন সিংহ, আমার ভাগিনা ও পসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিনজনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাহারা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবেন।'

বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি নিয়ে ১৯০৬ সালের শেষ মামলাতে তার পুত্র নারায়ন ও তাঁর পরিবার বাদুড় বাগানের বাড়িতে থাকার অধিকার পেয়েছিলেন। ১৯৩১ সালের মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলাশাসক বার্জ সাহেব বিদ্যাসাগরের জন্ম ভিটে খুঁজে বার করেন এবং সেখানে একটি ফলক লাগান। এসবের মধ্যে ১৯২৫ সালের ১৯শে এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় বিদুমুখী বসু চিঠি লিখে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কন্যা কুমুদিনী এবং কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর অর্থ কষ্টের কথা পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের অবগত করেন।

বিদ্যাসাগরের উইলের বিরুদ্ধে তার পুত্র নারায়ণ কোর্টে একটি বয়ান দাখিল করেন। সেখানে নারায়ণ বলেন 'আমি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র। আমার পিতা ক্রোধে অভিভূত অবস্থায় একটি উইল তৈরি করেছিলেন। আমি শুনেছি যে সাক্ষীদের সামনে তিনি উইলের স্বাক্ষর করেননি। তা যদি হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে এ উইল আইনসম্মত না হতে পারে। উইলের বয়ান আমার পিতার হাতে লেখা সাক্ষর তাঁর হাতের লেখা বলেই মনে হয়। পুরো উইলটাই পিতার হাতের লেখা। উইলে যতগুলি সই আছে সবই আমার পিতার। শ্যামাচরণ দে কে আমি চিনতাম, শুনেছি তিনি উইলের একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন। তিনি এখন মৃত। বিহারীলাল ভাদুড়ীকেও আমি চিনতাম। তিনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন। এখন বেঁচে নেই। নীলমাধব সেনের নাম শুনেছি কিন্তু চিনি না। তিনি কি করতেন তাও জানিনা। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কে চিনতাম তিনি বেঁচে নেই। আমি এ ব্যাপারে রাধিকা প্রসাদ মুখার্জী, কালীচরণ ঘোষ ,যোগেশ চন্দ্র দে কে তাঁদের বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেছি। তাঁরা লিখিতভাবে যা বলেছেন তা আমি উপস্থাপিত করছি।' এরপর নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কালীচরণ ঘোষ ,রাধিকা প্রসন্ন মুখার্জি , যোগেশ চন্দ্র দে সবার কথা উল্লেখ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এর উইল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বারে বারে নারায়ণের প্রসঙ্গ চলে আসে। কারণ বিদ্যাসাগর উইলে নিজের পুত্র নারায়ণ কে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ। তিনি বুঝেছিলেন এই অর্থ নারায়ণ অনৈতিক কাজে উড়িয়ে ফেলবে। বিষয়টি পরবর্তীকালে সত্যতায় পর্যবসিত হয়। যেমন বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর উইল কার্যকর করা নিয়ে নারায়ণের সমর্থনে বলার কোন যুক্তি ছিলনা না। বিদ্যাসাগরের রক্ষিত সম্পত্তি নারায়ণ যেটুকু পেয়েছিলেন পুরোটাই বেহিসেবী খরচ করে নষ্ট করে ফেলেন। আসলে নারায়ণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন। পিতার কষ্টার্জিত সম্পত্তিতে বাবুয়ানী করে সমাজে গণ্যমান্য হতে চেয়েছিলেন অন্য পদ্ধতিতে। অনেকে আবার বলেন নারায়ণ ১৮৭৫ এর উইল কে জাল করে কোর্টে গিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে পিতার সম্পত্তি হস্তগত করার ষড়যন্ত্র নারায়ণ যদি করে থাকে তাহলে সে ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিল। নারায়ণ যে কূচক্রী এবং শঠ ছিলেন তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

পরিশেষে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দলিল একটি ঐতিহাসিক গবেষণার বস্তু। বিদ্যাসাগর চরিত্রের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিষয় যেমন তিনি ছিলেন দয়ার সাগর, সেই পরিচয় ও দীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এই উইলের মাধ্যমে। বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতি কুন্ডু মালা দেবীর জন্য মাসিক ১০ টাকার বৃত্তি প্রদান করার ব্যবস্থা করেন। মদন মোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতি বামা সুন্দরী দেবীর জন্য তিনি মাসিক ৩ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

এছাড়াও তিনি বীর সিংহ গ্রামে তার স্থাপিত বিদ্যালয় জন্য মাসিক ১০০ টাকা ,দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য মাসিক ৫০ টাকা, বীর সিংহ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোকদের জন্য মাসিক ৩০ টাকা ও বিধবা বিবাহের জন্য মাসিক ১০০ টাকা ব্যয় করার কথা উইলে উল্লেখ করেন। যে বিধবা বিবাহ প্রচলনকে নিজের জীবনের সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্ম বলে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছিলেন সেই বিধবা বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর নিজের কষ্টের উপার্জিত অর্থ দান করতে থাকেন। এই অর্থের লোভে একাধিক বিধবা বিবাহ হলেও বিবাহের পর সেই কন্যা কে পরিত্যাগ করে পাত্র পুনরায় বিবাহ করতে শুরু করে।

এতে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হয়। বিদ্যাসাগরের উইলের আরেকটি মহৎ ধারা হল ৭ নম্বর ধারা, সেখানে তিনি তার বিশ্বস্ত পরিচারককে তার উইলের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন 'যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রী যুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ভড়, এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন তিনশত টাকা দিবেন।' এই ছিল বিদ্যাসাগরের মহত্ব।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সংসার সামলে হোম ডেলিভারি ব্যবসা সামলাচ্ছেন শ্রাবন্তী

সোমনাথ মুখার্জি ● অন্ডাল

সোশ্যাল মিডিয়ার জামানায় ইতিমধ্যেই বহু ফুটপাতের দোকানদার ভাইরাল। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরেই সম্প্রতি শুরু করেছেন খাবারের হোম ডেলিভারি ব্যবসা। খাবারের হোম ডেলিভারি ব্যবসায় অল্প দিনেই এসেছে সাফল্য। নিজে সাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য মহিলাদেরও রোজগারের পথ দেখাচ্ছেন উখড়ার গৃহবধূ শ্রাবন্তী। দশভুজা দুর্গার মত, ব্যবসার পাশাপাশি তিনি সামলাচ্ছেন পরিবারও।

দেবী দুর্গা মাতৃ শক্তির প্রতীক। কারণ মহিলারাও ঘর সংসারের পাশাপাশি সাবলীন ভাবে সামলান অন্যান্য কাজও। অনেক মহিলা আছেন যাঁরা সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। আবার অনেক মহিলা বাড়িতে বসেই সামলান নিজস্ব ব্যবসা। শ্রাবন্তী মণ্ডল এরকমই একজন দশভুজা। করেন হোম ডেলিভারি ব্যবসা। গরম গরম পছন্দের খাবার অর্ডার মতো তৈরি করে পৌঁছে দেন বাড়ি বাড়ি। পুরো নাম শ্রাবন্তী

মণ্ডল। উখড়া গ্রামের পাঠক পাড়ায় শ্বশুর বাড়ি। স্বামী কয়লা সংস্থা ইসিএলের কর্মী। রয়েছে দুই মেয়ে। ঘর সংসার সামলানোর পাশাপাশি সম্প্রতি তিনি শুরু করেছেন এই হোম ডেলিভারির ব্যবসা।

বাড়ির ছাদে রয়েছে খোলা কিচেন। সকাল থেকে সেখানেই শুরু হয় রান্নার কর্মযজ্ঞ। রান্না শেষে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন সেই খাবার। শুরু দিকে সব কাজ নিজে হাতে করলেও, ব্যবসার প্রসার বাড়ায় বর্তমানে ৫ জন কর্মী রেখেছেন তিনি। দুপুরের খাবারে ভাত, ডাল, ভাজা, সবজির পাশাপাশি থাকে অর্ডার মতো মাছ, মাংসের পদও। দুর্গাপুজোর চার দিন বিশেষ পদের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানান শ্রাবন্তীদেবী।

অন্য দুর্গা

রান্না করতে করতেই শ্রাবন্তী দেবী জানান, 'আমার স্বামী ইসিএলে কাজ করেন । মেয়েরা স্কুল টিউশনে যায়। তাই বেশিরভাগ সময়ে বাড়িতে একা থাকতে হয়। বিরক্ত লাগত, তাই ব্যস্ত থাকার জন্যই হোম ডেলিভারির কাজ শুরু করি। এতে রোজকারের পাশাপাশি ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটে যেটা আমি চেয়েছিলাম। নিজের রোজগারের পাশাপাশি আমার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আরও পাঁচজন। তাদেরও কর্মসংস্থান হয়েছে, এটা আমার কাছে একটি বাড়তি পাওনা।'

কোলিয়ারির স্টোর রুম থেকে মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরিতে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া আর কোন স্টোড়িয়া কোলিয়ারির স্টোর রুম থেকে মূল্যবান যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল কোলিয়ারি চত্বরে। ঘটনার তদন্তের দাবি কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠনগুলির।

ইসিএলের কুনুস্তোড়িয়া কোলিয়ারির স্টোররুম থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যবান যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে। শুক্রবার রাতে ঘটে যাওয়া এবং শনিবার সকালে প্রকাশ্যে আসা এই ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সূত্র মারফত জানা যায়, অজানা দুর্বৃত্তরা স্টোররুমের সিলিং ভেঙে দামি তামা ও পিতলের যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ চুরি করেছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে গুরুতর অবহেলার অভিযোগ তুলেছে। তারা জানিয়েছে যে কোলিয়ারের স্টোর রুমের চারপাশে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর। তারা বলছে যে এর আগেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ব্যবস্থাপনা নিরাপত্তা উন্নত করার দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি।

রাতে নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে চুরি হল? তা নিয়ে শ্রমিক নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি পুরো বিষয়টির উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের অভিযোগ যে, ব্যবস্থাপনার অবহেলার কারণেই এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটেছে। ইসিএল সূত্রে জানা যায় যে, এই বিষয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হবে এবং অভ্যন্তরীণ তদন্তও শুরু করা হয়েছে।:

কারখানায় কাজ বন্ধ করে শ্রমিক নেতাকে সংবর্ধনা, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: একদিকে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের কারখানা বন্ধ করে আন্দোলন না-করার জন্য আবেদন করছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন না-মেনেই এবার কারখানায় দীর্ঘক্ষণ ধরে কাজ বন্ধ রাখলেন শ্রমিকরা। তবে শনিবার কোনও রকম আন্দোলন করার জন্য কাজ বন্ধ নয়। এদিন সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে শ্রমিকরা কারখানার গেটের বাইরে একত্রিত হয়েছিলেন, সদ্য নিযুক্ত তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি জগবন্ধু বাউরিকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি এদিন সংবর্ধনা জানানো হয় আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের মাদারের ব্লক সভাপতি শেখ আবদুল লালনকেও।

শনিবার সকালে পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে বুদবুদের কোটা গ্রাম সংলগ্ন একটি বেসরকারি সিমেন্ট কারখানা এবং একটি মদ প্রস্তুতকারী কারখানার গেটের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে শ্রমিকরা সকাল থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের নবনিযুক্ত শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ও তৃণমূলের মাদারের ব্লক সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

বিজেপি নেতা কৃষ্ণ দয়াল কর্মকারের অভিযোগ, একদিকে যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের কারখানা বন্ধ করে আন্দোলন করার জন্য নিষেধ করছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কথা না-মেনেই শ্রমিকরা কারখানায় কাজ বন্ধ রাখছেন শুধুমাত্র নবনিযুক্ত এক শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। তবে এই সংবর্ধনা

একদিনের জন্য নয়। পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের অধীনে যে সমস্ত কারখানাগুলি রয়েছে নিত্যদিন কোনও না-কোনও কারখানার গেটের সামনে চলছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মূল কথা হল শ্রমিক নেতা প্রথমবার দায়িত্ব পাওয়াতেই তাকে শোঅফ করার জন্য নিত্যদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী দিনে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ কী হবে সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দুই নেতার পাশাপাশি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষ। রীতিমতো তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে একসঙ্গে পাশে বসে ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন সকল শ্রমিকের সামনে তুলে ধরেন যে, তাদের ভেতরে কোনও মনোমালিন্য নেই। তাঁরা সকলেই এক হয়ে কাজ করবেন। অন্যদিকে এই মঞ্চে দেখা যায়নি প্রাক্তন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনারকে। গত কয়েকদিন আগে উচ্চ নেতৃত্ব তাকে ব্লকস্তর থেকে জেলাস্তরে শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

এদিন ইন্দ্রজিৎ কোনারকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তার অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে জানতে চাওয়া হলে টেলিফোনে তিনি জানান, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। কোনও রকম আমন্ত্রণও করা হয়নি। শ্রমিক সূত্রে খবর, এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জেলা পরিষদের সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষ নাকি ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্রই ব্লকস্তরে যে সমস্ত কারখানাগুলিতে কমিটিগুলি রয়েছে, সেই কমিটিগুলি ভেঙে নতুন কমিটি তৈরি করা হবে। তার এই বক্তব্যের পরই শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক শ্রমিকরা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের কী ভাবে উন্নয়ন হবে সেই বিষয়ে শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা না-করে তড়িঘড়ি কমিটি ভাঙার জন্য উদ্যোগী হয়েছে ব্লক নেতৃত্ব। অপরদিকে রামকৃষ্ণ ঘোষ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোনও পদে না -থকে কেন এই ধরনের ঘোষণা করলেন সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

যদিও এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি সন্দীপ বসু জানিয়েছেন, অনেকেই তাঁকে এই বিষয়ে ফোন করেছিলেন এবং সংবাদ মাধ্যমের কাছেই তিনি বিষয়টি জানতে পারেন। কোনও ভাবেই কারখানায় কাজ বন্ধ করে কোনও রকম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা যাবে না। দলের কড়া নির্দেশ রয়েছে। যদি এই ধরনের কাজ হয়ে থাকে, তবে সেই বিষয়ে তিনি স্থানীয় নেতৃত্বদের কাছে বিষয়টি জানবেন এবং বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকেও জানাবেন।

রামকৃষ্ণ ঘোষের কমিটি ভাঙার মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে। তিনি বলেন, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোন পদে রামকৃষ্ণ ঘোষ নেই, অর্থাৎ শ্রমিক সংগঠনের বিষয়ে তিনি কোনও রকম মন্তব্য করতে পারেন না বা কোন ওকমিটি গঠন বা ভাঙার কথা বলতে পারেন না। যদি কোনও মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি শ্রমিক সংগঠনের কমিটি ভেঙে ফেলার কথা বলে থাকেন, কেন বলেছেন তা তার জানা নেই। তবে এই কমিটি ভাঙার বিষয়ে বলার জন্য তিনি কাউকে কোনও অনুমতি দেননি। এছাড়াও প্রাক্তন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে না-থাকার বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, অনেকেরই নানান কাজ থাকে। সেই কারণে হয়তো তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। তবে দলের মধ্যে তাওদের কোনও রকম মনোমালিন্য নেই। সবাই একসঙ্গেই পথ চলবে।

সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের প্রতীক প্রাক্তন সাংসদ দম্পতির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলায় অবস্থিত পারুল মিলন মঞ্চে এ বছরও ধুমধাম করে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার কামারপুকুর মহারাজ স্বামী লোকতানন্দ মহারাজ মায়ের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই পুজোর শুভ সূচনা করেন। সকাল ৯টা থেকেই প্যান্ডেলে ভিড় জমতে শুরু করে। ভক্তদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই দুর্গাপুজোর সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সাংসদ অপারূপা পোদ্দার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি, ব্লক সভাপতি শম্ভু বেরা, ব্রাহ্মণ সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রিষড়ার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাকির আলি-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য যে গত আট বছর ধরে প্রাক্তন সাংসদ অপারূপা পোদ্দার ও তাঁর স্বামী শাকির আলি নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে এই দুর্গাপুজোর আয়োজন করে আসছেন। মুসলিম সমাজের মানুষ হয়েও শাকির আলি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হিন্দু রীতি অনুযায়ী দুর্গাপুজো সম্পন্ন করেন। এই আয়োজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য বার্তা বহন করে।

এই উপলক্ষে স্বামী লোকতানন্দ গরিবদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন এবং বলেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভগবান বাস করেন। মানুষের সেবা করাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেবা। শাকির আলি বলেন, হিন্দু-মুসলমান বিভাজন পরবর্তী বিষয়। পুরাণ ও বেদে মুসলিম সমাজের শিকড়ও সনাতন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস ও গুরু নানকদেবের বার্তা ছিল, পথ আলাদা হতে পারে, কিন্তু শেষমেশ সকলেই একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছয়।

পূজা সভানেত্রী অপারূপা পোদ্দার বলেন, 'আরামবাগ আমাদের বাড়ি। এখানকার মানুষ আমাদের অশেষ স্নেহ দেন। দুর্গাপুজোয় তাঁদের মধ্যে থেকে আমরা অপরিসীম আনন্দ পাই।' চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের মানুষের কাছে দেবী দুর্গার প্রতিমূর্তি। তিনি সত্যিকারের দেশের নেত্রী। সমগ্র অনুষ্ঠানে ভক্তি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্যান্ডেলের সজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এই দুর্গাপুজো বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

কচিকাঁচাদের নিয়ে পুজোর বাজারে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রীতিমতো বিধায়ক নিজে বাজারে নিয়ে গিয়ে ৮০০ জন বাচ্চার পুজোর বাজার করলেন কচিকাচাদের। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর বাজারে এলাকার প্রায় ৮০০ জন বাচ্চা কচিকাঁচাদের (যেমন খুশি কিনতে পারো) বিভিন্ন দোকানে দোকানে নিজেদের পছন্দমতো বাজার করালেন বিধায়ক। স্বভাবতই খুশি কচিকাঁচাদের মা-বাবারা।

এক অভিভাবক শ্রাবণী মণ্ডল বলেন, 'আমাদের বিধায়ক আমাদের অভিভাবক। পুজো এলেই তিনি শুধু কচিকাঁচা নন, পাণ্ডবেশ্বরের মা-বোনেদের একত্রে ৬০ হাজার শাড়ি তুলে দেন। এটাই পাণ্ডবেশ্বরের সংস্কৃতি।' বিধায়ক বলেন, 'পাণ্ডবেশ্বর সংস্কৃতির মেলবন্ধনের জায়গা। আমরা পাণ্ডবেশ্বর পূজা হোক, ইদ, ছট, কালীপূজা সবেতেই একে অপরের আনন্দে কাটাই। তাই বাচ্চাদের

চিন্তা করেছি নিজের পছন্দমতো যেমন খুশি তারা জামা কাপড় কিনুক, এটাই তাদের আনন্দ।'

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রাজ্যে কাজ নেই, তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভিন্ন রাজ্যে কাজে যেতে হয় বাংলার যুবকদের। আর সেখানে গিয়েই মর্মান্তিক পরিণতি। কাজ সেরে গাড়ির পিছনে করে ফেরার পথে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল এক বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনায় বিহার এবং ত্রিপুরার আরও দু'জন আহত হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, ঘটনাটি গুজরাটের ভুজ এলাকায় ঘটে। এদিন শনিবার নান্দাই আশ্রমপাড়া এলাকায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতের স্ত্রী তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে কাজ না-থাকার কারণে ভিন্ন রাজ্যে গিয়েই দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামীর প্রাণ গিয়েছে। কালনা থানার অন্তর্গত নান্দাই আশ্রমপাড়া এলাকার বাসিন্দা হারাধন দেবনাথ চারমাস আগে কাজে গিয়েছিল সেখানে। কোম্পানির কাজ সেরে গাড়ির পিছনে ই দাঁড়িয়ে হারাধন দেবনাথ এবং তার দুই সহযোগী আসছিলেন। এমন সময় আচমটাই গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন তিনজন। এমন সময় পিছনে আসা গাড়িতে ধাক্কা লাগে। হারাধনবাবু স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কাঁকসা আন্তরিক মহিলা পুজোর উদ্বোধন অভিনেত্রী জয়াপ্রদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এ বছরও মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হয় কাঁকসার হাটতলায়। শুক্রবার কাঁকসা হাটতলা মহিলা পরিচালিত আন্তরিক দুর্গাপূজা কমিটির ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজোর উদ্বোধন করেন হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়াপ্রদা। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গলসি বিধানসভার বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, ছিলেন, তৃণমূল নেতা বিষ্ণুদেব ননিয়া সহ পুজো কমিটির সদস্যরা।

এদিন পুজো উদ্বোধনে এসে মঞ্চে নিজের গানে নাচ করে সকলের মন জয় করেন জয়াপ্রদা। তিনি বলেন, বাংলার দুর্গাপুজোর আয়োজন দেখে তিনি মুগ্ধ। সম্প্রতি ফৌজি নামের একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তার শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও চলচ্চিত্র জগৎ এখনও তিনি ছাড়েননি। পুজো কমিটির সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাদের পুজো এ বছর ১২ বছরে পদার্পণ করেছে, প্রতিবছর তাঁরা তাঁদের পুজোর উদ্বোধন বাংলা কিংবা হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রীদের হাত দিয়ে করান। সেইমতো এ বছর তাদের পুজোর উদ্বোধন করেন হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী জয়াপ্রদা। পুজো উপলক্ষে আগামী চার দিন নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবছরও কাঁকসা ব্লকের মধ্যে তাঁদের পুজো কোনও একটি স্থান গ্রহণ করবে বলে তাঁর দাবি। এদিন জয়াপ্রদাকে দেখতে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে এবার কালনায় নন্দন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বাংলা সিনেমার মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে এবার পূর্ব বর্ধমানের কালনায় আস্ত এক নন্দন! পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি ক্লাবের নিবেদন মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। মণ্ডপের দেওয়াল জুড়ে উত্তমকুমারের বিরল ছবি, পোস্টার, ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঝলক। তার সঙ্গে থাকবে বিশাল স্ক্রিনে সিনেমার ক্লিপিংস প্রদর্শন। বাজবে চিরস্মরণীয় গান। সব মিলিয়ে যেন এক ভিন্টেজ সিনেমা হলে প্রবেশ করবেন দর্শকরা।

ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সৌমেন ঘোষ জানান, 'মাল্টিপ্লেক্সের দাপটে গ্রামবাংলার অনেক সিনেমা হলই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নন্দন আমাদের সংস্কৃতির প্রতীক। তাই সেই নন্দনের আদলে আমরা মণ্ডপ গড়েছি। মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানাতেই আমাদের এই প্রয়াস।' ক্লাবের আরেক সদস্য বলেন, দর্শক মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন উত্তমকুমারের বিভিন্ন ছবির দৃশ্য। গান ও দৃশ্যের সমাহার তাঁদের অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা দেবে। পূর্ব বর্ধমানের কালনার দুর্গাপুজোতে এবারের বিশেষ আকর্ষণ নিঃসন্দেহে এই অভিনব উদ্যোগ। একদিকে সিনেমা প্রেমীদের নস্টালজিয়া, অন্যদিকে মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা, সব মিলিয়ে জমজমাট হবে সংহতি ক্লাবের এবারের পুজো।

হরিণঘাটা সি.এ.ডি.পি. এফ. এস. সি. এস. লি.
P.O. Barajaguli, Dist. Nadia, Pin. 741221
Ref. No. F-2/59/2025-26, Date: 27-09-2025

চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter list) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

12-09-2025 তারিখে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকার ওপর শুনানি শেষে অদ্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার দ্বারা চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হলো। বিস্তারিত জানার জন্য যে কোনো কাজের দিন সমিতি মুখ্য অফিসে সকাল 11 টা থেকে দুপুর 2 টার মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
হরিণঘাটা সি.এ.ডি.পি.এফ.এস.সি.এস.লি.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: টি. ভট্টাচার্য, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **প্রতীকী দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৭.১০.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি @ ১০% দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সতীর্থ সরকার** পিতা- প্রয়াত সুকুমার সরকার **ঠিকানা:** ৭২ সন্তোষপুর এভিনিউ, পোঃ- সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০ ০৭৫ **এছাড়াও** ৪৮বি, প্রেমিসেস নং- ২৬৭, গড়ফা মেন রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্যাক সাইড, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০ ০৭৫ **এছাড়াও** ৫১৭/৫০৭, ওয়ার্ড নং- ৬, উকিলপাড়া, পোঃ ও থাঃ- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩ ১৩৪	দু-তলা, আরসিসি ফ্রেম সহ ছাদ, ইটের তৈরি আবাসিক বিল্ডিং সহ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের এলাকার পরিমাপ ১৪৯৬ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরের এলাকার পরিমাপ ১৭৯৬ বর্গফুট (প্রায়), জমির পরিমাপ প্রায় ৬.১৩ কাঠা অথবা ১০.১২ ডেসিমেল এবং সংলগ্ন বাড়িটি রায়গঞ্জ মৌজায়, জে.এল. নং- ১৫০, হোল্ডিং নং- ৫১৭/৫০৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩৩০০ ও ৭২৬, মিউটেশন দ্বারা নতুন খতিয়ান নং- ৪৮৯/১, আর.এস. দাগ নং- ১৭৫ ও ১৮৮ এ অবস্থিত (১০.১২ ডেসিমেলের মধ্যে ০৬ ডেসিমেল আর.এস. দাগ নং- ১৭৫ এ এবং ৪.১২ ডেসিমেল আর.এস. দাগ নং- ১৮৮ -তে অবস্থিত, সি.এস. দাগ নং- ১৯৫), উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীন, অবস্থান- উকিলপাড়া, বন্দর কালীবাড়ি রোড, রায়গঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের কাছে, যা **সতীর্থ সরকারের** অনুকূলে **২০০৮ সালের আই-১৯৩২ নং দলিলে** এ.ডি.এস.আর. অফিস রায়গঞ্জে নথিভুক্ত। **(সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে আছে)**	**১,২৮,৯৯,০০০.০০ টাকা (এক কোটি আটাশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) আগামী ৩১/০৭/২০২৫ অনুযায়ী** এবং তার উপর আরও সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি সহ।	১,৩৮,৮৬,০০০.০০ টাকা ১৩,৮৮,৬০০.০০ টাকা ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯ **পরিদর্শনের তারিখ:** ১০.১০.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পুজোর সময় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল গোঘাট, উভয়পক্ষের আহত ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পুজোর সময় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল হয়ে উঠল গোঘাট। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হন দু'পক্ষের একাধিক। রক্তাক্ত অবস্থায় আহতরা আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কারওর মাথা ফাটে, কারওর হাত ভাঙে, কেউ কেউ আবার পা ভেঙে রক্তাক্ত হয়েছেন। গোটা ঘটনায় উভয়পক্ষই গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। জানা গিয়েছে, পারিবারিক ও সম্পত্তি গত বিবাদের জেরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারধরকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। উভয়পক্ষই বাঁশ, লাঠি, ধারালো অস্ত্র, লোহার রড দিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাতেই উভয়পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হন।

ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট থানার কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকলা গ্রামে। জানা গেছে, ওই এলাকার তৃণমূল কর্মী শেখ ইলিয়াসের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতি মীর হানিফের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জায়গা নিয়ে বিবাদ চলছিল। শেখ ইলিয়াসের পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ি তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় মীর

হানিফের দলবল এসে ধারালো অস্ত্র ও বাঁশ দিয়ে তাঁদের বেধড়ক মারধর করে। অন্যদিকে, মীর হানিফের অভিযোগ আদালতের নির্দেশকে অমান্য করে শেখ ইলিয়াস বাড়ি করছিল। তারা এই কাজের প্রতিবাদ ও বাধা দিতে যাওয়াতেই ইলিয়াস-সহ তার বাড়ির লোকজন তাদের বেধড়ক মারধর করে। বেশ কিছুক্ষণ সংঘর্ষ হয়। তাতে উভয় পরিবারের মহিলারাও আক্রান্ত হন। এই ঘটনায় দু'পক্ষের একাধিক জন আহত হন। বর্তমানে সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অন্যদিকে বিজেপি এই ঘটনাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে। বিজেপির এলাকার মণ্ডল সভানেত্রী দোলন দাসের দাবি, তৃণমূলের সাংসদের গ্রুপের সঙ্গে তৃণমুল ব্লক সভাপতির গোষ্ঠীর এই লড়াই আবাসের বাড়ি তৈরি নিয়ে। যদিও তৃণমূল ব্লক সভাপতি সৌমেন দিগর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এতে কোনও ররকম রাজিনীতি নেই। দুটো পারিবারের মধ্যে বিবাদ চলছে দীর্ঘ দিন। বিষয়টি আদালতেও বিচারাধীন। থানায়ও অভিযোগ হয়েছে। সুতরাং আইন আইনের পথেই চলবে।

ঠাকুর আনতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৩, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঠাকুর আনতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হল, আহত তিনজন। ঘটনা হুগলির পোলবার অনন্তপুরের।

চন্দননগর পটুয়াপাড়া থেকে ঠাকুর আনতে গিয়েছিলেন পোলবার শঙ্করবাটি গ্রামের বারোয়ারির সদস্যরা। শঙ্করবাটি হাই স্কুলে দুর্গাপুজো হয়। জানা গিয়েছে, ঠাকুরের গাড়ি গ্রামে পৌঁছে গেলেও, পিছনে থাকা চারচাকা গাড়িটি তখনও যায়নি। সেই গাড়িতে চালক-সহ ছ'জন ছিলেন। পুজো কমিটির এক সদস্য জানান, অনেক দেরি হচ্ছে তখনও চারচাকা গাড়ি কেন ফিরছে না দেখে ওই গাড়িতে থাকা একজনকে ফোন করা হয়। পুলিশ ফোন ধরে এবং জানায় যে দুর্ঘটনা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা সেখানে পৌঁছন। তাঁদের উদ্ধার করে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শুক্রবার মধ্যরাতে চন্দননগর রেল ওভার ব্রিজ থেকে নামার সময় রাস্তার পাশে থাকা ইটের পাঁজায় সজোরে ধাক্কা মারে চারচাকা গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থা উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে একজনের মৃত্যু হয়। একজনকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকি দু'জনের চিকিৎসা চলছে চুঁচুড়ায়।

মৃতদের নাম ভাস্কর দেবধারা (২৯), বাড়ি সুগন্ধার শঙ্করবাটি, প্রীতম চক্রবর্তী (৩০) ও স্বপন দে (৪০), বাড়ি চন্দননগরের কাঁটাপুকুর এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে প্রথমে চন্দননগর থানার পুলিশ রসতলে পৌঁছায়। তারপর পড়বা থানার পুলিশ সেখানে যায়। যার জমির সামনে ইটের পাঁজা ছিল তিনি বলেন, প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটি এসে ধাক্কা মারে। গাড়িতে মদের বোতল পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত তারা মদ্যপান করেছিল। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হবে আজ চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে।

ঝাড়গ্রামে প্রথমবার পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দুর্গাপুজোয় দর্শনার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পুজো দেখতে পারেন, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। শনিবার প্রথমবার ঝাড়গ্রাম শহরের পুজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন পুলিশ সুপার অরিজিত সিনহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে এসপি জানান, শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক ঘিরে ২১টি বড় পুজো মণ্ডপকে চিহ্নিত করে এই রুট ম্যাপ তৈরি হয়েছে। ম্যাপে উল্লেখ রয়েছে কোথায় নো-এন্ট্রি থাকবে, কোথায় ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং কোন রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র দু'চাকা চলবে। দুপুর ২টো থেকে রাত ২টো পর্যন্ত বৈতা মোড়, দহিজুড়ি মোড়, জামবনি মোড় ও ডিয়ার পার্ক মোড়ে ভারী যান নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রুটে টোটো ও প্রাইভেট গাড়ির জন্য আলাদা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। শহরে একাধিক বাইক পার্কিংয়ের জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে; প্রেস ক্লাব গ্রাউন্ড, আইটিআই গ্রাউন্ড, সেবা পার্ক ও রবীন্দ্র পার্কে। পাশাপাশি পুলিশ বুথ থাকছে পাঁচমাথা মোড়, পূর্বাশা, বাছুরডোবা ইয়াং ইলেভেন, জামদা উত্তরায়ণ, পুরাতন রাজবাড়ি ও অফিসার্স ক্লাবে। সেখান থেকে দর্শনার্থীরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবেন।

অন্যদিকে, দুর্গাপূজো ঘিরে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সারপ্রাইজ নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ। বিশেষত ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও শেখ শামিম বিশ্বাসসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

মধ্যমগ্রাম থেকে উদ্ধার অপহৃত গৃহবধূ ও তাঁর নাবালিকা মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মধ্যমগ্রাম থেকে উদ্ধার অপহৃত এক গৃহবধূ ও তাঁর নাবালিকা মেয়ে। ঘটনায় ধৃতকে আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার উদ্যোগে উদ্ধার করা হয় অপহৃত মা ও তাঁর মেয়েকে।

জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর শশুর বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। অন্যদিকে, তার বাপের বাড়ি গঙ্গারামপুর ব্লকে। দিন কয়েক আগে ওই মহিলা তার পাঁচ বছরের নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে তপন এলাকায় গিয়েছিলেন। অভিযোগ, তপন এলাকা থেকে সঞ্জয় নামে এক ব্যক্তি তাঁদের অপহরণ করে। অভিযুক্ত সঞ্জয়ের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম এলাকায়। এদিকে ওই মহিলার পরিবারের তরফে এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই মতো তদন্ত নেমে তপন থানার পুলিশ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম এলাকা থেকে মা ও তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করে এবং ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু পিকআপ ভ্যানের খালাসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পিকআপ ভ্যানের এক খালাসির, গুরুতর আহত ৩জন। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বিরুডিহায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্গাপুর গামী রাস্তায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যান কলকাতা থেকে আসানসোল যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। পিকআপ ভ্যানে ৪জন ছিল। যার মধ্যে খালাসির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পিকআপ ভ্যানটি দ্রুতগতিতে আসছিল কলকাতার দিক থেকে। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা মারে। জাতীয় সড়কে যান চলাচল সাময়িক ব্যাহত হলেও, পরে কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫ বিজয়ী পুজো উদ্যোক্তাদের নাম ঘোষণা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫ বিজয়ী পুজো উদ্যোক্তাদের নাম ঘোষণা করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। শনিবার বিকেলে জেলাশাসকের দপ্তর সংলগ্ন বিবেকানন্দ ভবনে জেলা পুজো উদ্যোক্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক আজিজুর রহমান, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক গঙ্গারামপুর শুভায়ন হক, বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার বর্মন সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, প্রতিবারের মতো এবারেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫ পুরস্কার দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। নাম নথিভুক্ত করা জেলার ক্লাবগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। বিচারক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেরা পুজোর পুরষ্কার পাচ্ছে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব, হিলি বিপ্লবী সংঘ ও বালুরঘাট অভিযাত্রী ক্লাব এন্ড লাইব্রেরি। সেরা পুজোমণ্ডপের পুরস্কার লাভ করেছে বালুরঘাট দুর্গাবাড়ি অ্যাকাডেমি, বালুরঘাট ত্রিধারা ক্লাব ও বালুরঘাট কচিকলা অ্যাকাডেমি।

অন্যদিকে, সেরা প্রতিমার পুরস্কার পাচ্ছে বালুরঘাট বিংশ শতাব্দী ক্লাব, বালুরঘাট কবিতীর্থ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও বালুরঘাট মহামায়া ক্লাব। এছাড়াও সেরা সমাজ সচেতনতা পুরস্কার লাভ করেছে বালুরঘাট সংকেত ক্লাব, গঙ্গারামপুরের জ্বলন্ত অগ্নি সংঘপল্লি পাঠাগার ও গঙ্গারামপুর চৈতালি ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেরা তিনটি পুজো উদ্যোক্তাকে ৫০ হাজার, সেরা মণ্ডপকে ৩০ হাজার , সেরা প্রতিমাকে ২০ হাজার টাকা ও সেরা সমাজ সচেতনতা পুরস্কার ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলিকে।

এবিষয়ে বালুরঘাট সদর মহকুমা শাসক সুব্রত বর্মন জানান, আজ বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫ বিজয়ী পুজো উদ্যোক্তাদের নাম ঘোষণা করা হল। এবছর মোট ১২টি পুজো কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান পাচ্ছে।

মহিলাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে স্বামী ও ছেলে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত তালপুর পঞ্চায়েতের নস্করপুরে তনুশ্রী সামন্তের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ ৪৫ বছর বয়সী তনুশ্রী সামন্তের স্বামী ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মহিলার আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ রয়েছে। মৃত মহিলার বাবা-মা অভিযোগ করেছেন যে তনুশ্রী দেবীকে ক্রমাগত হয়রানির শিকার করা হয়েছিল এবং আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

রিপোর্ট অনুসারে, তনুশ্রী দেবী ১৫ অগস্ট সকাল ৯টার দিকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। প্রথমে তাঁকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আরামবাগ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে ১৬ আগস্ট তিনি মারা যান। মৃত্যুর খবর পেয়ে গুড়াপের তাঁর বাবা-মা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তনুশ্রী দেবীর পরিবার তারকেশ্বর থানায় তাঁর স্বামী ও ছেলের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করে।

মেদিনীপুরে থিম 'এবার এলাম মাটির টানে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর শহরের সংযুক্ত পল্লির ৭৪তম বছরে পরিবেশ বান্ধব মন্ডপ কেন্দ্রিক এবারের থিম 'এবার এলাম মাটির টানে, রাঙামাটির পরশ প্রাণে'। টানা বৃষ্টির মধ্যেই হয়েছে পূজামণ্ডপের কাজ। মেদিনীপুরে বিগ বাজেটের অন্যতম পূজামণ্ডপ সংযুক্ত পল্লির। ১৪ লক্ষ টাকা বাজেটের আয়োজন। গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। এবারের থিমের উদ্দেশ্য হল মাটির সংরক্ষণ ও মাটির গুরুত্ব বোঝানো। উদ্যোক্তাদের পক্ষে সম্পাদক তাপস সিনহার বক্তব্য, এই মাটি দিয়েই প্রাণীকুলের সৃষ্টি এবং তার জীবিকা নির্বাহ। কিন্তু মাটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বর্তমান মানুষজন। তাই মাটির গুরুত্ব সামনে রাখতেই পরিবেশবান্ধব এই পুজোমণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরি করেছেন তারা। মণ্ডপের কারুকার্য-সহ প্রতিমাতেও নতুনত্বের ছোঁয়া হয়েছে।

আরামবাগে দূর্গাপুজোতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে একাধিক পদক্ষেপ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শনিবার পঞ্চমী তিথিতে আরামবাগ মহকুমার হৃদয়ে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয় 'দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপে'র। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মিতালী বাগ, অ্যাডিশনাল এসপি কৃষাণু রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী, আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, থানার আইসি রাকেশ সিং, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী সহ প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। উদ্বোধনী মঞ্চেই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় দুর্গাপুজোকে ঘিরে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুবিধার নানা পরিকল্পনা। নতুন গাইড ম্যাপে দেওয়া QR কোড, স্ক্যান করলেই মিলবে আরামবাগ মহকুমার সব পুজোমণ্ডপের তালিকা। কোথায় কোন থিম, কী ভাবে পৌঁছনো যাবে, সব তথ্য হাতের মুঠোয় চলে আসবে মোবাইল স্ক্রিনে।

ফলে পুজো দর্শনার্থীদের আর আলাদা করে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। এবারে পুজোর ভিড়ে শিশুদের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা রুখতেই শুরু হয়েছে চাইল্ড কার্ডের । ছোটদের নাম, অভিভাবকের নাম ও মোবাইল নম্বর এই কার্ডে লেখা থাকবে। ভিড়ের মাঝে যদি কোনও শিশু পথ হারায়, সহজেই তার পরিবারকে খুঁজে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি প্রবীণদের জন্য 'স্নেহের স্পর্শ'। পুজোর আনন্দে যাতে প্রবীণরা বঞ্চিত না-হন, সেই লক্ষ্যেই আরামবাগ থানার পক্ষ থেকে চালু হয়েছে 'স্নেহের স্পর্শ' প্রকল্প। বাসে করে প্রায় ৩০ জন সিনিয়র সিটিজেনকে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হয় আরামবাগের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ।

মণ্ডপসজ্জায় 'নকসি কাঁথার রাজবাড়ি'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: ৭৬তম বর্ষে উদয়রাজপুর হরিহরপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটির মণ্ডপসজ্জা ফুটে উঠেছে নকসি কাঁথার রাজবাড়ি। ফোন, স্পঞ্জ, ফাইবার, বাঁশ দিয়ে তৈরি মণ্ডপের উচ্চতা ৫৫ ফুট ও চওড়ায় থাকছে ৭০ ফুট। প্যান্ডেলের ভিতরে ও বাইরে থাকছে সুক্ষ্য কাজ। প্যান্ডেলের সামনে থাকছে জলাশয়, যেখানে প্যান্ডেলের প্রতিচ্ছবি পড়ে অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করবে। সঙ্গে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা রাতে এক অপরূপ আবেশ তৈরি করবে বলে দাবি সংগঠনের সেক্রেটারি গোপাল বোসের। সেই সঙ্গে পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিমা শিল্পী মোহন বাঁশি রুদ্রপালের চোখ ধাঁধান প্রতিমা দর্শনার্থীদের মন জয় করবে বলেই অভিমত উদ্যোক্তাদের। শুভ পঞ্চমীর দিন পুজোর উদ্বোধন। সঙ্গে বাড়তি পাওনা প্রতিদিন সন্ধ্যায় মণ্ডপ প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শারদ উৎসবের আবহে এই আনন্দ নিতে গেলে অবশ্যেই আসতে হবে উদয়রাজপুর হরিহরপাড়ার হাইস্কুল ময়দানে।

বিশ্ব নদী দিবসে 'নদীবন্ধু' হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিশ্ব নদী দিবস উদযাপন করল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পারপেল কোর্সের সহযোগিতায় বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে বিশ্ব নদী দিবসের প্রাক্কালে ছাত্রছাত্রীরা চিঠি লিখল দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক এবং বালুরঘাট পুরসভার পুর প্রধানকে। মূলত নদী গুলোকে ভালো রাখতে নিয়মিত সাফাই করা, নদীর সঙ্গে প্রতিটি বাসিন্দার সম্পর্ক তৈরি করা, নদীর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা দরকার। পাশাপাশি নদীতে প্রাপ্ত মাছ, নদীর ওপর নির্ভরশীল পাখি দের তালিকা তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করবার জন্য শহর ও জেলায় নদীবন্ধু গড়ে তোলার আবেদন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্ব নদী দিবস উদযাপন শুরু হয় কানাডায় ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়।পরে ২০০৫ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ভাবে বিশ্ব নদী দিবস উদযাপন করে। বিশ্ব নদী দিবস সেপ্টেম্বরের চতুর্থ রবিবার(এই বছর ২৮

সেপ্টেম্বর) উদযাপন করা হয়ে থাকে। তার প্রাক্কালে পরিবেশপ্রেমী সংস্থার এই উদ্যোগ বালুরঘাট শহরের আত্রেয়ী নদীকে ভালো রাখতে চেয়ে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমস্ত নদী যেমন পুনর্ভবা, টাঙ্গন, শ্রীমতি, ইছামতী, যমুনা, ব্রাহ্মণী, ঘুসকি-সহ একাধিক নদীর রক্ষায় সচেতনতা এবং নদীবন্ধু হওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শনিবার সকালে আত্রেয়ী সদরঘাটে জড়ো হয়ে আত্রেয়ী নদীকে ভালো রাখার শপথ গ্রহণ করে প্রায় ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী চিঠি লেখে জেলাশাসক ও পুরপ্রধানকে উদ্দেশ্য করে। এদিনের এই কার্যক্রমে সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিল সনাতন প্রামানিক, কিংকর দাস, ত্রিদীব সরকার প্রমুখ। পারপেল কোর্সের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সোমনাথ দাস।

এবিষয়ে সংস্থার সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, বিশ্ব নদী দিবসের প্রাক্কালে ছাত্র- ছাত্রীদের আত্রেয়ী ও অন্য নদীগুলো সম্পর্কে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। ডাক বিভাগের সহযোগিতায় চিঠিগুলো পৌঁছে যাবে বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান ও দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে নদীবন্ধু গড়ে তুলতে আশা করি তাঁরা উদ্যোগ নেবেন।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ফের গ্যাস লিক, অসুস্থ ৫ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ফের গ্যাস লিকের ঘটনা। ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে গ্যাস ছড়িয়ে অসুস্থ হলেন অন্তত ৫ জন শ্রমিক। এর মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর। বর্তমানে তারা কারখানার মূল হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরের মেটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং প্ল্যান্টের অপারেশন সেকশনে মর্নিং শিফট চলাকালীন আচমকাই ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে গ্যাস লিক হতে শুরু করে। সেইসময় উপস্থিত শ্রমিকদের মধ্যে ৫ জন আক্রান্ত হন। দ্রুত তাদের কারখানার মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও উজ্জ্বল হাঁড়ি ও তাপস মণ্ডল নামে দু'জনকে গুরুতর অবস্থায় মেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর শ্রমিক মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, আধুনিকীকরণে ঘাটতি, অভিজ্ঞ স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ না থাকা এবং অদক্ষ ট্রেনি ও ঠিকাশ্রমিকদের দিয়ে বিপজ্জনক কাজে লাগানোয় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। সিটু নেতা বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুরোনো কারখানা, উৎপাদন সর্বাধিক, অথচ আধুনিকীকরণ হয়নি। স্থায়ী অভিজ্ঞ শ্রমিক নিয়োগে অনীহা এবং নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের অভাবে শ্রমিক সুরক্ষা মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে নিয়মিত সেফটি কমিটি গঠন ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে এমন ঘটনায় দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিলে একই ধরনের ঘটনায় অসুস্থ হয়েছিলেন আরও পাঁচ শ্রমিক। যদিও এবিষয়ে ডিএসপি কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

পহেলগাঁও সন্ত্রাসের পর

আগামী সোমবার থেকে খুলছে উপত্যকার ১২টি পর্যটনকেন্দ্র

শ্রীনগর, ২৭ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর মরশুমে জম্মু ও কাশ্মীরের নতুন ১২টি পর্যটনকেন্দ্র খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল। শুক্রবার এ কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিন্‌হা। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে থেকে সেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল।

শুক্রবার শ্রীনগরের রাজভবনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপস্থিতিতে 'ইউনিফাইড হেডকোয়ার্টার্স'-এর বৈঠকে সুরক্ষাজনিত পদক্ষেপ পর্যালোচনার পরে সোমবার থেকে ওই ১২টি পর্যটনকেন্দ্র খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুক্রবারের ওই বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্য সচিব অটল দুল্লোর পাশাপাশি শীর্ষ সেনা ও পুলিশ আধিকারিক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরাও ছিলেন ওই বৈঠকে।

১২টি পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যে সাতটি কাশ্মীর উপত্যকার। আরু ভ্যালি, র‍্যাফটিং পয়েন্ট ইয়ান্নের, আক্কাদ পার্ক, পাদশাহি পার্ক এবং কামান পোস্ট। এ ছাড়া হয়েছে জম্মুর পাঁচটি পর্যটনস্থল। এগুলি হল দাগন টপ, রামবন, কাঠুয়ার ধাণ্ডার, রিয়াসি এবং সালালের শিব গুহা।

প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় ২৬ জনকে খুন করেছিল পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা। তার পরেই 'সম্ভাব্য' নাশকতার আশঙ্কায় ওই পর্যটনকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হায়দরাবাদ, প্লাবিত হল নিচু এলাকাগুলি

অমরাবতী, ২৭ সেপ্টেম্বর: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হায়দরাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা। টানা বৃষ্টির জেরে মুসি নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফলে প্লাবিত হয়ে পড়েছে বহু এলাকা। শুক্রবার রাত থেকে টানা বৃষ্টি হয়েছে। ফলে চাঁদেরঘাট সেতুর কাছে নদীর জল পাড় ছাপিয়ে শহরের ভিতরে ঢুকতে শুরু করে। নিরাপত্তার জন্য সেতু বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি তাই স্থানীয় প্রশাসনগুলিকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি সামলাতে একযোগে কাজ করছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-সহ উদ্ধারকারী দলগুলি। মুসারামবাগের কাছে একটি নির্মীয়মাণ সেতু জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে। মহাত্মা গান্ধি বাসস্ট্যান্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

জানা গিয়েছে, রঙ্গারেড্ডি জেলার মীরপেট পুরসভার মিথিলা নগর কলোনির একাংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে মুসি নদীর জল ঢুকে পড়েছে। নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। আগেই আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছিল, দু'দিন ভারী বৃষ্টি হবে।

টানা বৃষ্টির জেরে হিমায়ত সাগর এবং ওসমান সাগর এই দু'টি জলাধারে জলস্তর বাড়তে থাকায় গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে নিচু এলাকাগুলিতে হু হু করে শুক্রবার রাতে জল ঢুকতে শুরু করে। পরিস্থিতি আরও অবনতির হওয়ার আশঙ্কায় ওই এলাকাগুলি থেকে এক হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। বাকিদেরও উদ্ধার করে অন্যত্র সরানোর কাজ চলছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর।

'এনকাউন্টারে' উত্তরপ্রদেশে হত এক গোরু পাচারকারী

লখনউ, ২৭ সেপ্টেম্বর: উত্তরপ্রদেশে পুলিশের সঙ্গে 'এনকাউন্টারে' মৃত্যু হল গোরু পাচারকারীর। মৃতের নাম জুবেইর ওরফে কালিয়া। কোতওয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা ওই পাচারকারীর মাথার দাম এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল গোরক্ষপুর পুলিশ। শনিবার এই 'এনকাউন্টারের' বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, জুবেইরের বিরুদ্ধে রামপুর, বলরামপুর, গোন্ডা, গোরক্ষপুর জেলায় গবাদি পরশু চুরি, পাচার, খুন, খুনের চেষ্টা-সহ ১৮টি মামলা ঝুলছে প্রসঙ্গত, গত ১৬ সেপ্টেম্বর গোরক্ষপুররে পিপরাইচ থানা এলাকার একটি গ্রামে গোরু চুরি করতে ঢুকেছিল একদল পাচারকারী। গ্রামবাসীরা সতর্ক হয়ে যাওয়ায় পাচারকারীরা গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় নিট পরীক্ষার্থী দীপক গুপ্ত পাচারকারীদের পিছু ধাওয়া করে। তাঁকে একা পেয়ে গাড়িতে টেনে তুলে নেয় পাচারকারীরা। তার পর তাঁকে গুলি করে, গাড়িচাপা দিয়ে খুন করে গ্রাম থেকে চার কিলোমিটার দূরে রাস্তায় ফেলে দেয়। এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পিপরাইচ থানা এলাকা। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জনরোষ আছড়ে পড়ে থানায়। সেই ঘটনার পর পুলিশের একটি বিশেষ দল গঠন করে পাচারকারীদের তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি: 'ডিটেনশন ক্যাম্প' ঘিরে বাড়ছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর: ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি নিয়ে উত্তাল আমেরিকা। অভিবাসী অভিযোগে নিউ ইয়র্ক সিটির আদালতের বাইরে এক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। পরে তাঁদের সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হওয়ায় মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতত কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ওই আধিকারিককে। শুক্রবার শিকাগোর অস্থায়ী বন্দিশালা (ডিটেনশন সেন্টার)-য় বিক্ষোভকারীদের প্রতিহত করতে ফাটানো হল কাঁদানো গ্যাসের শেল। এখনও চলছে ধরপাকড় এবং গ্রেপ্তারি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, সেই সময়ে জখম হন হিলডা নামে এক মহিলা। তাঁর চোট এতটাই গুরুতর যে, হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে গত কয়েক দিন ধরে আমেরিকার শহরগুলিতে অবৈধ ভাবে বসবাসের অভিযোগে প্রচুর মানুষকে আটক এবং গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

e-Tender Notice
Prodhan, Nanasole Gram Panchayet, Birbhum on behalf of Governor West Bengal invites e-NIT No- 05/NGP/2025-26 dt 27/09/25 , Tender ID: - 2025_ZPHD_915602 (53 Nos Works) and e-NIT No- 06/NGP/2025-26 dt 27/09/25, Tender ID: - 2025_ZPHD_915605 (11 Nos Works) for Development works. Works details will be available in the website: wbtenders.gov.in
Sd/-Prodhan
Nanasole Gram Panchayet

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নং ঃ ইপিসি-০১-সিএণ্ড-সি-ইআর-২০২৫-এর সংশোধনী ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ-টু প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫।** উক্ত টেন্ডারে, "**উপরোক্ত কাজের জন্য আহ্বান করা উক্ত টেন্ডারের বন্ধের তারিখ ১৭.১০.২০২৫-এ বেলা ১১টা থেকে সম্প্রসারণ করে ০৩.১১.২০২৫-এ বেলা ১১টা করা হয়েছে।**" অন্যান্য সমস্ত বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
(CON-42/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনা-রেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজ-গুলির জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৬৭-২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে জরাজীর্ণ এয়ার কন্ডিশনারের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯৭,৬৬,২৯৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৯৫,৩০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৫-এ দুপুর ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৫-এ দুপুর ২টার পর। **টেন্ডারে বিড দেওয়া শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.১০.২০২৫। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(SDAH-216/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

একদিন ময়দান

আইএফএ শিল্ড খেলতে সম্মতি মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ চার বছর পর শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে শুরু হবে শিল্ড। মোট ছয়টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেলা হবে এই টুর্নামেন্ট। বাংলা থেকে মহামেডান স্পোর্টিং এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে তারা খেলবে না। শুক্রবার আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে সরকারিভাবে মহামেডান স্পোর্টিং জানিয়ে দিয়েছে, তারা খেলবে না। তাদের বেশিরভাগ ফুটবলাররা ছুটিতে রয়েছে। বাংলা থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব খেলবে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। শনিবার আইএফএ শিল্ডে খেলার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তারা মোহনবাগান মাঠ, কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম ও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাদের ম্যাচগুলি খেলতে চেয়েছে।

শনিবার মধ্য কলকাতার এক পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধনে গিয়ে মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস এবং সভাপতি দেবাশিস দত্ত দু'জনেই আইএফএ শিল্ড খেলার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। তারা নিজেদের মাঠ অর্থাৎ মোহনবাগান মাঠ, কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম ও যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাদের ম্যাচ গুলো খেলতে চেয়েছে। মূল সমস্যা এএফসি এবং সুপার কাপের ম্যাচ। জাতীয় ক্যাম্প থাকায় ওই সময় মোহনবাগান আটজন ফুটবলারকে পাবে না। সচিব সৃঞ্জয় বোস জানান, 'মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড অবশ্যই খেলা উচিত। তবে অংশগ্রহণ করাটা কি জরুরি জেতার থেকেও? সমর্থকরা কী চাইছে? আইএফএরও ভেবেচিন্তে সময় দেখে শিল্ড আয়োজন করা উচিত। যেহেতু এখন কোনও টুর্নামেন্ট হচ্ছে না, আইএসএল হচ্ছে না তাই হঠাৎ মাঝপথে নেমে নায়ক হতে চাইছে আইএফএ!'

সভাপতি দেবাশিস দত্তর কথায়, 'মোহনবাগান সব সময়ই টুর্নামেন্ট খেলতে চায়। এবারও যাতে আইএফএ শিল্ড খেলতে পারে সেই চেষ্টায় করা হচ্ছিল। আমরা কোর্টের দ্বারা চ্যাম্পিয়ন হতে চাই না, খেলে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। খেলতে গেলে ভালো মানের খেলোয়াড় দরকার। ভারতীয় ফুটবলাররা জাতীয় ক্যাম্পে চলে গেলে খুব দুর্বল দল হয়ে যাবে।' বাইরের রাজ্যের দল হিসেবে খেলার নিশ্চয়তার কথা জানিয়েছে গোকুলাম কেরালা এফসি। জানা গিয়েছে, আইএফএ শিল্ডে খেলতে দেখা যেতে পারে পঞ্জাব এফসিকে। যদিও এখনও আলোচনা স্তরে রয়েছে বিষয়টি, নিশ্চিত হয়নি কিছুই। পাশাপাশি আইএফএ শিল্ডে খেলতে চলেছে নামধারী এফসি।

টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশকে হারিয়ে অনুর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

কলম্বোর রেসকোর্স আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে ২-১ গোলে হারিয়ে জিতল ভারতের যুব দল। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ছিল ২-২। শেষে টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে ৪-১ গোলে বাংলাদেশকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার সাফ অনুর্ধ্ব ১৭ খেতাব জয় ভারতের।

ম্যাচের ৪ মিনিটের মধ্যেই দাল্লালমুওন গাংতের গোলে এগিয়ে যায় ভারত। প্রতি আক্রমণে ২৫ মিনিটে মহম্মদ আরিফের কর্নার থেকে মহম্মদ মানির গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে আজলান শাহের গোলের সুবাদে ২-১ গোলে এগিয়ে ভারতের ইয়ং ব্রিগেড। গোটা দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে দুই দলই সংখ্য সুযোগ পায়। তবে গোলে রূপান্তরিত হয়নি। শেষ কয়েক মিনিট অধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে যায় ভারতীয় দল।

ফলস্বরূপ দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্ত সময়ে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান ঈশান হাবিব। এরপর টাইব্রেকারে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত।

আইএফএর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত সুফলরঞ্জন গিরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার আইএফএর গভর্নিং বডির সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে কোষাধ্যক্ষ রূপে সুফলরঞ্জন গিরি মহাশয়কে নির্বাচিত করলেন। ইতিপূর্বে দেবাশীষ সরকার মহাশয় ব্যক্তিগত কারনে পদত্যাগ করায় কোষাধ্যক্ষের পদটি শূন্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া এদিনের গভর্নিং বডির সভায় প্যানেল অফ আরবিট্রেটরে সাত জন আইনজীবীর নাম চূড়ান্ত করা হয়। বাকি তিনজনের নাম চূড়ান্ত করতে সচিব মহাশয়ের উপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। দেরিতে নাম পাঠানোয় এ বছরের গভর্নিং বডিতে মোহনবাগান ক্লাবের কোনও প্রতিনিধি ছিলনা। এদিন গভর্নিং বডিতে মোহনবাগানের প্রতিনিধি হিসেবে দেবাশীষ দত্ত এর নাম কো -অপ্টেড সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি চিত্তরঞ্জন দাশ কেও কোঅপ্ট সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আইএফএ শিল্ড নিয়ে আইএফ-এর অগ্রগতি সদস্যদের জানানো হয়।

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra- II Development Block
Village + PO.: Sabdalpur, North 24 Parganas.
NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO-526/BGP-APAS/2025 Dated-24/09/2025 Tender ID: 2025_ZPHD_911692_(SL No 1 to 16) OF line
NIT NO-527/BGP-APAS/2025 Dated-25/09/2025 Work (SL No 1 to 10)
CRITICAL DATE
Published Date-**25/09/2025.** Document Download / Sale Start Date-**25/09/2025.** Document Download / Sale End Date- **16/10/2025. 2.30 pm.** Bid Opening date-**30/10/2025.**
Sd/- **Prodhan**
Beraberi Gram Panchayat

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/549/25-26 Dated 25.09.2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 2/256) from Dr. G.R.Das's House to Sibash Halder's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,32,797.00

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

e-Tender Notice
Prodhan, Nanasole Gram Panchayet, Birbhum on behalf of Governor West Bengal invites e-NIT No- 05/NGP/2025-26 dt 27/09/25 , Tender ID: - 2025_ZPHD_915602 (53 Nos Works) and e-NIT No- 06/NGP/2025-26 dt 27/09/25, Tender ID: - 2025_ZPHD_915605 (11 Nos Works) for Development works. Works details will be available in the website: wbtenders.gov.in
Sd/-Prodhan
Nanasole Gram Panchayet

AMRATALA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat II Block, south 24 Parganas district
ABRIDGED NIT
On behalf of **Amratala Gram Panchayat** of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for 1nos office building maintenance vide **NIT No.398, dated 27/09/2025** within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cess are Rs.**192197/-** respectively. The period of bid submission is **10 AM of 27th sep to 2PM of 03rd oct 2025.** Tender opening **08/09/2025**
Sd/- Pradhan,
Amratala Gram Panchayat

MANGRUL GRAM PANCHAYAT
CHANDRAKONA-1 PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDER
WB/PMZP/CKN-I/MGP/NIT-05/ 2025-26 (08 No Scheme)
Tender through are inviting by the undersigned from the bonafied and experienced Contractor's Registered Engineer's Co-opp. Societies having Proper credential of similar types of work. **Bid Submission start Dt. 27/09/2025. Bid Submission End Dt. 28/10/2025 Bid Opening Dt. - 31/10/2025** for more details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Mangrul Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/615/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain From Jayanta Bhattacharya House to Soumen Bhattacharya House In Ward No- 20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 152, Proposal SL No-1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,56,476.00
WBMAD/ULB/RSM/616/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain From H.P Gas Godown to Golden Ghee near Sambhu Ghosh house In Ward No- 20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 152, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,78,883.00
WBMAD/ULB/RSM/617/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from Samir Ghosh house to Khokon Tea Shop in Ward No- 20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 152, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,99,274.00

Bid Submission end date: **20.10.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

MANGRUL GRAM PANCHAYAT
CHANDRAKONA-1 PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDER
WB/PMZP/CKN-I/MGP/NIT-04/ 2025-26 (20 No Scheme)
Tender through are inviting by the undersigned from the bonafied and experienced Contractor's Registered Engineer's Co-opp. Societies having Proper credential of similar types of work. **Bid Submission start Dt. 26/09/2025.** Bid Submission **End Dt. 28/10/2025** Bid **Opening Dt. - 31/10/2025** for more details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Mangrul Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/534/25-26 Dated 25.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Amar Dutta to Shymal Paramanik at Netaji pally in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 18 (Proposal Serial No - 06), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,83,149.00
WBMAD/ULB/RSM/536/25-26 Dated 25.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Deb Kumar Borui to Goutam Barman at Netaji pally in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 18 (Proposal Serial No - 04), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,14,087.00
WBMAD/ULB/RSM/539/25-26 Dated 25.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Naresh Mondal to Sujit Das House at Tarar Bagan in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No -18 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,14,468.00

Bid Submission end date: **18.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

অভিষেক ডালমিয়ার বাড়ির দুর্গাপুজোর ভরসা সাবেকিয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহানগরের অভিজাত পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল অভিষেক ডালমিয়ার বাড়ির দুর্গাপূজা। শহরের ১০ নম্বর আলিপুর রোডে অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী পুজো কেবলমাত্র পারিবারিক আবেগ নয়, বরং কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় ডালমিয়া পরিবারের এই বাড়ি হয়ে ওঠে দর্শনার্থীদের ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দু। অভিষেক ডালমিয়ার বাবা জগমহোন ডালমিয়া এই পুজোর সূচনা করেছিলেন প্রায় সাত দশক আগে। সেই সময় ছিল ঘরোয়া আবহ, ছোট করে প্রতিমা, সাদামাটা সাজসজ্জা আর আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পালটেছে পুজোর রূপ। বর্তমানে অভিষেক ডালমিয়া নিজে এই পুজোর অন্যতম প্রধান কর্ণধার। তাঁর উদ্যোগে প্রতিবারই পুজো পায় নতুন মাত্রা। তবে সাজসজ্জার চাকচিক্য বাড়লেও ভক্তির আবেগ এবং পারিবারিক উষ্ণতা আজও অপরিবর্তিত। এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ হল ঐতিহ্যবাহী ধাঁচে গড়া প্রতিমা। শিল্পী তৈরি করছেন সাবেকিয়ানা বজায় রেখে দশভুজা দুর্গা, যেখানে দেবীকে দেখা যাবে মহিষাসুরবধের রূপে। মণ্ডপ সাজানো হচ্ছে গ্রামীণ বাংলার আদলে, খড়, তালপাতা, বাঁশ, মাটির প্রদীপে ফুটে উঠবে আদি সংস্কৃতির ছোঁয়া। এর মাধ্যমে শহুরে কোলাহলের মাঝে মানুষ ফিরে পাবেন গ্রামের আবহ। অভিষেক ডালমিয়া বলেন, 'আমাদের জন্য দুর্গাপূজা কেবল দেবী আরাধনা নয়, এটি ঐক্যের উৎসব। প্রতিবছর অফিসপাড়া, আশপাশের এলাকার মানুষ ও বিভিন্ন শ্রেণির দর্শনার্থীরা একসঙ্গে এসে এখানে অংশ নেন। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।' পুজোর প্রতিটি দিনে ভক্তদের জন্য থাকে বিশেষ আয়োজন। মহাষষ্ঠী থেকে শুরু করে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনই চলে অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ, সানাই আর ঢাকের বাজনা। দুপুরে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে সবার জন্য। খিচুড়ি, লাবড়া, পায়েসের পাশাপাশি পরিবেশন করা হয় পরিবারের বিশেষ পদ, যা এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ এবং অষ্টমী দিনে থাকে বিশেষ আকর্ষণ অভিষেক ডালমিয়া স্ত্রী তাঁর কণ্ঠে গান গেয়ে পরিবেশ আরও মাতিয়ে তোলেন। শুধু ধর্মীয় আচার নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও সমৃদ্ধ এই পুজো। সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় নৃত্য, গান, আবৃত্তি, নাটক এবং বাউলগান। এলাকার শিশু থেকে প্রবীণ সকলেই এতে অংশ নেন। এর ফলে দুর্গাপূজা হয়ে ওঠে এক সামাজিক মিলনমেলা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, অভিষেক ডালমিয়ার বাড়ির পুজো ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত করে সবাইকে। হিন্দু-মুসলিম, অফিসকর্মী কিংবা স্থানীয় ব্যবসায়ী;সবাই সমানভাবে যুক্ত হন এই আয়োজনে। সম্প্রীতির এই ছবি বহু বছর ধরে বজায় রয়েছে। অতএব, দুর্গাপূজা মানেই যেখানে প্রতিযোগিতা, বিশাল বাজেট বা আড়ম্বরের দৌড়;সেখানে অভিষেক ডালমিয়ার বাড়ির দুর্গাপূজা দাঁড়িয়ে আছে আলাদা এক পরিচয়ে। এখানে ঐতিহ্য, আভিজাত্য, পারিবারিক আবেগ এবং সামাজিক সম্প্রীতি মিলেমিশে তৈরি করে এক অনন্য উৎসবের আবহ।

৩ মাসকটের ছবি প্রকাশ ফিফার

জুরিখ, ২৭ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের মাস্কট শুক্রবার রাতে প্রকাশ করল ফিফা। আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, এই তিন দেশে ফুটবল বিশ্বকাপ হচ্ছে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে। এই টুর্নামেন্টের জন্য ফিফা নিজেদের ওয়েবসাইটে তিনটি রঙিন মাস্কটের ছবি প্রকাশ করেছে। মাস্কটে প্রাধান্য পেয়েছে আয়োজক তিন দেশের সংস্কৃতি। ম্যাপল, জায়ু, ক্লাচ এই তিনটি মাস্কট থাকবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে।

সিএবির নতুন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিলেন কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

গল্প

ফেরা

মহুয়া মল্লিক

অনিমেষ ফাইল গোছাচ্ছে। একটা জরুরি কাগজ খুঁজে পাচ্ছিল না বলে কিছুক্ষণ আগেই চিৎকার চেঁচামেচি করে তমালীকে এক হাত নিয়েছে। কাজের লোকের সামনে অপমানে কুঁকড়ে গিয়েছিল তমালী। আজকাল কথায় কথায় তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করে অনিমেষ। এই যেমন একটু আগেই বলল, 'সারাদিন বসে বসে আমার পয়সায় অন্ন ধ্বংস করছ, আর আমার জিনিসপত্রগুলোই গুছিয়ে রাখতে পারো না।' ভাগ্যিস এই সময়টা দোতলার নিজের ঘরে ব্যস্ত থাকে মোম, না হলে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিত। তমালী আড়চোখে অনিমেষকে একবার দেখে, টিফিন বক্স আর জলের ব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। অফিসের গাড়িতেই অনিমেষ যাতায়াত করে, ওকে দেখেই ড্রাইভার রবি এগিয়ে এল হাসিমুখে। ব্যাগটা তমালীর হাত থেকে নিতে নিতে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল।

—আরে আরে কী করো!

তমালী দু'-পা পিছিয়ে আসে। রবি মাথা চুলকে বলে,

—কাল আপনার জন্মদিন ছিল তো, সাহেব হিরের আংটি কিনলেন, খাবার প্যাকেট আর কেক কিনলেন। আপনাকে কি আমি শুভেচ্ছা জানাতে পারি? তাই প্রণাম করলাম।

তমালী মুখ ফসকে বলে ফেলে,

—আমার জন্মদিন? সে তো ঢের দেরি আছে।

ঠিক সেইসময়ই মোম বেরিয়ে আসে। মোমকে দেখে রবি আমতা আমতা করে বলে ফেলল—ও তাহলে ছোট ম্যাডামের জন্মদিন ছিল?

মোম এমনিতেই রবিকে একদম পছন্দ করে না। আর মায়ের সঙ্গে এত কথাবার্তাও তার পছন্দ না। কিন্তু, জন্মদিন কথাটা খট করে কানে লাগতেই ঘুরে তাকাল রবির দিকে। ততক্ষণে অনিমেষ বেরিয়ে এসেছে। মেয়ের উদ্দেশে বলল,

—গাড়িতে উঠে বস, কলেজে ড্রপ করে দেব।

মোম দু'-পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর কাটা কাটা উচ্চারণে বলল,

—বাপি এটা অফিসের গাড়ি। তোমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য নয়।

তমালী মনে মনে প্রমাদ গোনে, আজ রাত্রে চরম অশান্তি হবে। মেয়ে কিছু বললে, সে দায়ও আজকাল তমালীর। ভাতের থালা ছোড়া, মদের গ্লাস ভাঙা আর অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করে তেড়ে মারতে আসা, এমনই চলছে। মোম যতই প্রতিবাদী হোক না কেন, সেই মুহূর্তে মাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। মাতাল অনিমেষ স্থান-কাল ভুলে দরজায় লাথি মারতে থাকে আর অশ্রাব্য গালাগালির ফোয়ারা ছোটে।

(২)

—তোমার মেয়ে আজ ফোন করেছিল।

—সে করতেই পারে। তুমি ওর এক্স-টিচার।

—তুমি মনে হয় ব্যাপারটা গুরুত্ব দিচ্ছ না!

রাইমার কণ্ঠ থেকে অভিমান ঝরে পড়ে। আসলে অনিমেষ এতক্ষণ রাইমার কোলের ওপর মাথা রেখে ওর চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো নিয়ে খেলছিল। রাইমার শরীর থেকে সবসময় চন্দনের গন্ধ উঠে আসে। আর শরীর অদ্ভুত ঠান্ডা। ও কপালে হাত ছোঁয়ালে বড্ড আরাম হয়। বাম হাতের অনামিকায় হিরেটা জ্বলজ্বল করছে। কালকেই যেটা অনিমেষ গিফট করেছে। অনিমেষের এখন এসব কচকচানি ভালো লাগছিল না। সে এই সময়টা পরিপূর্ণ ভাবে রাইমাকে পেতে চায়। উপুড় হয়ে শুয়ে সে রাইমার কোলে মুখ ডুবিয়ে দিল। রাইমা এবার বলে উঠল,

—তোমার মেয়ে আমাকে অপমান করেছে অনি। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কতটা সিরিয়াস?

অনিমেষ উঠে পড়ে। দাঁতে দাঁত পিষে গজরায়। মেয়েটা দিনের পর দিন কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সব ওর মায়ের আশকারায়। মেয়েকে অস্ত্র বানাচ্ছে। আজ বাড়ি ফিরেই হেস্তনেস্ত করবে। শার্টটা গলিয়ে উঠে পড়ল অনিমেষ।

—এই কোথায় যাচ্ছ? অনিমেষের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয় রাইমা। বুকে আঙুল ছোঁয়ায় আলতো করে। যেন বেহালার তারে আঙুল বোলাচ্ছে। রাইমা জানে এতে অনিমেষ ভীষণ উত্তেজিত হয়। হলও তাই। রাইমাকে জাপটে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। পাক্কা তিন মিনিট বাইশ সেকেন্ড পর যখন ছাড়ল, তখন রাইমা মনে মনে অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়েছে। অনিমেষের বুকে মাথা রেখে বলল,

—আসলে তোমার মেয়ের নামে আমি অভিযোগ করতে চাইনি। আমি জানি মোম তোমার জীবন। আসলে সকালেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝামেলা হল। কাল অত রাত্রে তুমি বেরনোর পর গেটে চাবি দিতে হয়েছে, তাই গজগজানি। এভাবে আর পারছি না রোজ অশান্তি করে। আমি একা মহিলা বলে কেউ আসবে না আমার কাছে?

রাইমার জল ভরা চোখ দুটি নিজের মুখের সামনে তোলে অনিমেষ। তারপর মায়াবী স্বরে বলে,

—ফ্ল্যাট দেখো। আমি বলেছি তো হেল্প করব।

—আমি এসব পারি না অনি। চাকরি, সংসার সামলে হিমশিম খাচ্ছি। তুমি আর এসবের দায়িত্ব দিও না।

অনিমেষ বুঝতে পারে রাইমার পক্ষে সত্যিই ফ্ল্যাট খোঁজা, সার্চিং, উকিল—এত ঝক্কি সামলানো মুশকিল।

—আচ্ছা বেশ, আমি সব করব। সব রেডি করে তোমার হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেব। অনিমেষের মুখ থেকে এই প্রতিশ্রুতিটুকুই আদায় করতে চেয়েছিল রাইমা। সে সফল। মদির চোখে হাসল। এই কাতিল হাসিতে খুন হবে না এমন পুরুষ সম্ভবত খুব কমই আছে।

(৩)

মোম বন্ধ ঘরে মাকে জড়িয়ে বসে ঠকঠক করে কাঁপে। সারাদিনের ক্লান্তিতে পড়তে পড়তে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এসেছিল। যতক্ষণ না বাবা খেয়ে শোয়, মাকে নীচেই থাকতে হয়। আর মোম কাঠ হয়ে নিজের ঘরে ফ্যান বন্ধ করে পড়াশোনা করে। মা একেকদিন চা দিতে এসে ধমকায়, এসি চালাসনি ঠিক আছে, কিন্তু ফ্যান বন্ধ করে বসে আছিস কেন? এভাবে ওই লোকটাকে আটকাতে পারবি? আমায় যদি মেরে ফেলে ভালোই তো! তুই, তোর মামারা ঠিক লোকটাকে জেলে পচিয়ে মারবি আমি জানি। মোম দেখে, মা আশ্চর্য রকম নির্লিপ্ত। সে ঘুম চোখে ছুটে এসে দেখেছিল, বাবা একটা কাটারি নিয়ে আলমারিতে কোপ বসাচ্ছে আর বলছে,

—আমার টাকা, ফিক্সড ডিপোজিটের পেপারগুলো দিবি না মানে? আমার টাকার দরকার। তুই দিতে বাধ্য মাগী। তোর গতর খাটানো পয়সা? সব এই বান্দার রক্তজল করা পয়সা। দে চাবিটা দে বলছি।

মাতাল আর দাঁতালকে বিশ্বাস করতে নেই। এই আপ্তবাক্যটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মোম। বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে, আগে মাকে সরিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কাটারির কোপ যে বন্ধ দরজার ওপর পড়ছে, সেটা বুঝতে পারে। বাবার আজ মারমূর্তি, নাগালের মধ্যে পেলে খুনোখুনি করে ফেলবে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে রাগ হয়। এত নির্লিপ্ত কীভাবে থাকতে পারে একটা মানুষ? একবার থানায় গেলে বা লোকাল পার্টিকে জানালে, লোকটাকে টাইট দিতে পারত।

—তারপর? তারপর তো সেই এই লোকটার খোঁয়াড়েই আমাদের থাকতে হত। এভাবে হয় না রে মোম। তোর বয়স কম। নিজের পায়ে দাঁড়া, সেদিন আমি তোর হাত ধরে এই অসম্মানের জবাব দিয়ে বেরিয়ে যাব। এভাবেই মা থামিয়ে দেয় তাকে।

মোম জিজ্ঞেস করে, এত ক্ষেপে গেল কেন আজ?

—ওই যে আমরা জানতে পেরে গিয়েছি রাইমার বার্থ ডে সেলিব্রেটের ব্যাপারটা। আর তুই কীসব বলেছিস রাইমাকে, সেই নিয়েই।

বিচ একটা এই রাইমা গুপ্ত। খাল কেটে কুমিরটা সেই ঢুকিয়েছিল। ব্যাচে পড়তে যেত ঠিক আছে। বাড়িতে ডেকে এনেই ভুল করেছিল। মোম অপরাধীর মতো মায়ের সামনে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

মা সেইসময় বলে,

—রবি বলছিল, তোর বাবা নাকি হন্যে হয়ে ফ্ল্যাট খুঁজে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছিস টাকা-পয়সার কেন দরকার? মোমের ভালো লাগে না চাকরবাকর শ্রেণির লোকজনের সঙ্গে এসব নিয়ে মা আলোচনা করুক। এরা মায়ের কাছে বাবার নামে বলবে, আবার বাবার কাছে দশ গুণ বাড়িয়ে বলবে। কিন্তু, মা কিছুতেই শুনবে না মোমের হাজার নিষেধ। এক রাশ বিরক্তি নিয়ে সে মায়ের মুখের দিকে তাকাল আর তখনই খেয়াল হল, ঘরে একটা জলের বোতলও নেই আর তার গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াল মোম। ডাইনিংয়ে ভাতের হাঁড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে, চারদিকে ভাত ছড়িয়ে আছে। ভাতে ঝোলে মাখামাখি জিনিসপত্র। বাবার ঘরের আলো নিভে গিয়েছে। আসলে গলা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করলে বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না অনিমেষ। মোম পা টিপে টিপে বাইরে এল, বিস্কুটের কৌটো আর দু' বোতল জল নিয়ে ফিরে এসে মাকে বলল, —ওপরে চলো। কিছু পরিষ্কার করতে হবে না। এভাবেই থাকুক, কাজের লোকরা দেখুক, ওই কামুক মাতালটা নেশার ঘোর কাটলে টের পাক দিনে দিনে কতটা নীচে নামছে ।

(৪)

তমালী ভাবতে পারেনি আবার সবাই এক ছাদের তলায় হবে। অনেকদিন পরে আজ সে রান্নাঘরে ঢুকেছিল। মোম চাকরি পাওয়ার পর মাকে সাংসারিক কাজকর্মে অব্যাহতি দিয়েছিল। ওর কথা, অনেক করেছ এই সংসারের জন্য। কী পেয়েছ? তোমাকে ছেড়ে লোকটা বেরিয়ে গিয়েছে। সমাজে দিব্যি মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। আটপৌরে তুমিকে পায়ের তলায় পিষে বেরিয়ে গিয়েছে। অথচ এই আটপৌরে তুমিই নিজের শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে এই সংসারে শ্রম দান করে গিয়েছ। এখন শুধু খাবেদাবে, বই পড়বে।

তমালী মেনে নিয়েছিল। উপার্জনহীন নারীকে তো কারোর না কারোর বশ্যতা স্বীকার করতেই হয়। আজ অনেকদিন পরে অনিমেষ ফিরতে সংসারটা আবার তার নিজের সংসার মনে হচ্ছে। মাছের বাটিটা সরিয়ে রাখল অনিমেষ। ডাল, ভাজা আর সুক্তো দিয়ে খেল। খুব সামান্যই খেল। চেহারাও ভেঙে গিয়েছে। রাইমার মতো মেয়েদের সঙ্গে কোনও পুরুষ যে ভালো থাকতে পারে না সেটা অনিমেষ বুঝেছে। তবে তমালীর কাছে ফেরার পথ ছিল না। গ্রামের এক ফালি মাটির বাড়ি সামান্য সংস্কার করে, সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল মাস তিনেক আগেই। জ্বরে পড়েছিল দু'দিন। সব শুনে তমালী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিল। মোম প্রথমে প্রতিবাদ করলেও মায়ের চাওয়াকে সম্মান দিয়েছিল। তমালীই এই বাড়িতে ফিরিয়ে আনে অনিমেষকে। সেও বোধহয় ফেরার প্রতীক্ষাতেই ছিল।

—মাছটা খেলে না? ভেটকি তো তুমি ভালোবাসো। ফুলকপি দিয়ে রান্না করেছি। তমালীর কথা শুনে অন্যমনস্ক অনিমেষ চমকে তাকায়। তমালী দেখে অনিমেষের দু'-চোখে ধু ধু শূন্যতা। কোনও উত্তর না দিয়ে একসময় চেয়ার ঠেলে উঠে যায় অনিমেষ। মোম ফোনে কারওর সঙ্গে কথা বলছিল। তমালী ঘরে ঢুকতেই কথা শেষ করে মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

—একসঙ্গেই তো খেতে পারতিস? এতবার ডাকলাম।

—ওই লোকটা বাড়ি ছাড়ার অনেক আগে থেকেই কিন্তু একসঙ্গে আর আমরা খেতাম না মা।

—সে সব পুরনো কথা।

—পুরনো বলেই মিথ্যা হয়ে যাবে না মা। ইনফ্যাক্ট আমি নীচে খেতেও যাব না আর। আমার ঘরেই খাবার দিয়ে যেও। তমালী নিজের আত্মজাকেই চিনতে পারে না। অবাক হয়ে মোমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবাকে সে এখন 'ওই লোকটা' সম্বোধন করে। আসার পর একবারও সামনে যায়নি। কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরেছে অনিমেষ। সামনের মাসে পেনশন পেলে তবে তার হাতে টাকা আসবে। এই সঙ্কোচেই হয়তো মাছের বাটি সরিয়ে রাখল।

ভোরে ঘুম ভেঙে যায় অনিমেষের। এ বাড়িতে ফেরার দু'মাস হতে চলল। ছোটখাটো বেশ কিছু অসুখ শরীরে থাবা বসিয়েছে। তমালী তার শুশ্রূষার আটপৌরে চাদরটি বিছিয়ে দিয়েছে। তার তলায় অনিমেষ বড্ড নিশ্চিন্ত বোধ করে, কিন্তু মেয়েটা তার থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। হ্যাঁ ডাক্তার, পথ্য কোনও কিছুর ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু, অনিমেষ বোঝে সবটাই কর্তব্য, আন্তরিকতার ছিটেফোঁটা নেই। এমনকী মেয়ের চোখে তার প্রতি অবজ্ঞা আর ঘৃণা ঝরে পড়ে। চোখ বন্ধ করে অনিমেষ ভাবে, এ কেমন ফেরা? আদৌ কি সে ফিরতে পারল সংসার, পরিজনদের কাছে? অনিমেষরা বোধহয় এভাবেই উত্তর খুঁজে যায়।■

শস্য-শ্যামলা বাংলার কথায় টালা প্রত্যয়

শুভাশিস বিশ্বস

শতবর্ষে টালা পার্ক প্রত্যয়ের বিষয় ভাবনা 'বীজ অঙ্গন'। এই থিম ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত। থিমের নামকরণও করেছেন তিনিই। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি লিখেছেন টালা প্রত্যয়ের এ বছরের থিম সংও। সুরও দিয়েছেন তিনিই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে এই গানটি গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া থিমে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের বিরোধিতাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে টালা প্রত্যয়ের এবারের পুজো মণ্ডপে। এই কৃষি বিলকে 'দিশাহীন' বলে তুলে ধরা হয়েছে থিম ভাবনায়। এই থিমকে বাস্তবে রূপদান করেছেন শিল্পী ভবতোষ সুতার। মণ্ডপ সজ্জা থেকে শুরু করে প্রতিমাও তৈরি করেছেন তিনিই। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমার মধ্যে রয়েছে কৃষকের ছোঁয়া।

টালা প্রত্যয়ের মণ্ডপ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ বাংলার খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর। যেখানে বাঁশের উপর জ্বলতে দেখা যাবে প্রদীপ। এছাড়াও মণ্ডপসজ্জায় রাখা হয়েছে খড়ের বস্তা, লাঙলের মতো আরও অনেক কিছু। টালা প্রত্যয়ের প্যান্ডেলের একদম মাঝের অংশে তৈরি করা হয়েছে একটি মস্তিষ্ক। এটি প্রতীকী। বীজ থেকেই যেমন গাছ তৈরি হয় তেমনই মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটলেই জীবন পরিণতি পায়, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতীকী মস্তিষ্কে। টালা প্রত্যয়ের মা দুর্গা অসুরদলনী দেবী নন। এখানে দুর্গা প্রতিমা গড়ে তোলা হয়েছে কৃষকের ঘরের নারীর বেশে। তিনি যেন এক প্রান্তিক চাষির কন্যা বা জায়া। দেবী দুর্গা এখানে গ্রাম্য মহিলার মতো ধান কাটেন, জমিতে সার ছড়ান। এখানে দুর্গা কোলের সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করেন। গণেশরূপী সন্তানও তাঁর কোলে চেপে মাঠে যায়। তাই মা দুর্গা এখানে ত্রিশূল হাতে নয়, রয়েছেন লাঙল হাতে। চাষি জায়া বা কন্যারূপী মা দুর্গা পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছেন বিষ ইউরিয়ার বস্তা। যা চাষের জমিতে ক্ষতি করে। সেই বস্তা থেকেই বেরিয়ে আসছে কৃষি বিলের খসড়া। আর সেটিই হল এবারের টালা প্রত্যয় মণ্ডপের অসুর।থিমের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্যোক্তারা বলেন, 'বীজ হল বাস্তুতন্ত্রের ক্ষুদ্র একক। মানুষের জীবনে সেই একক কিংবা শক্তির নাম চেতনা।' যে বীজের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে সভ্যতার স্মৃতি। এটাই এবার তুলে ধরা হয়েছে টালা প্রত্যয়ের পুজোয়। পাশাপাশি এটাও দেখানো হয়েছে, বীজ আজ বিপন্ন।

থিম সম্পর্কে পুজো উদ্যোক্তারা বলছেন, এই থিমের মাধ্যমে বোঝানো হবে কৃষি প্রকৃতির আশীর্বাদ। কিন্তু সেই কৃষি ব্যবস্থাকেই কুক্ষিগত করা রাখা হচ্ছে সার, কীটনাশক ও বীজের কাটাছেঁড়ার মধ্যে। খাদ্যশৃঙ্খলের চূড়ায় থাকা মানুষ হয়তো ভুলে গিয়েছে পৃথিবীর সব কিছু একমাত্র তার ভোগ্য নয়। মানুষ একমাত্র জীব যারা প্রতিমুহূর্তে বিষ ভোগ করছে।*জেনে বা না জেনে যা প্রতিদিন খাচ্ছি, যে ভিন্ন কৃষি নীতি আমাদের প্রতিদিন খাওয়াতে বাধ্য করছে, টালা প্রত্যয়ের বীজ অঙ্গন এবার সেই কথাই তুলে ধরবে।'

পুজোয় টালা প্রত্যয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নতুন এক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির কথা জানিয়েছে কলকাতা পুরসভা। 'ইকোজেনিক' নামে এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যাবে টালা প্রত্যয়ের পুজো মণ্ডপে। মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় ইতস্তত ছিটিয়ে থাকা কঠিন বর্জ্যকে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি বা কাঠকয়লায় পরিণত করা হবে। পাঁচ টন বর্জ্য নিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় এই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে।*এদিকে টালা প্রত্যয়ের এবছরের থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি ট্যাগ লাইন 'সবুজ রবে বাংলা' নিয়ে প্রথম থেকেই চর্চা শুরু হয়েছিল। সামনেই বিধানসভা ভোট, তার আগে এই ট্যাগলাইন নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছিল। এর অন্তর্নিহিত অর্থ জানতে উৎসুক ছিলেন সকলেই। নিজেদের পুজোর থিমের মধ্যে দিয়ে কি কোনও এক গভীর বার্তা টালা প্রত্যয় দিতে চায় কি না তা নিয়েও চর্চা কম হচ্ছে না। তবে এ ব্যাপারে সব জল্পনা উড়িয়ে এই ক্লাবের সদস্যরা জানান, শস্য-শ্যামলা বাংলার কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই পুজোয়।

দুর্বার মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩০ বছর পা রেখেছেন দুর্বার। আর তাদের পুজোর বয়স ১৩ বছর। উত্তর কলকাতার যৌনকর্মীদের এই পুজোর মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হয়েছে তাঁদের নানা পুরোনো ব্যানার দিয়ে, যেখানে ফুটে উঠেছে অধিকার আন্দোলনের কথাই। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের পরিচয়পত্র দেওয়া, স্বাস্থ্যের অধিকার, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে সর্বোপরি শ্রমিকের অধিকারের দাবি নিয়ে বহুকাল থেকে সরব তাঁরা। এই সব দাবি,দাওয়ার মধ্যে কিছু আদায় করা গিয়েছে আবার আদায় হয়নি অনেক কিছুই। সেই সব পোস্টারই এবার নজরে আসবে পুজো মণ্ডপে। প্রসঙ্গত, গত পাঁচ,সাত বছর ধরে সোনাগাছির যৌনকর্মীরা ঠাকুর তৈরির জন্য নিজেদের বাড়ির মাটি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছেন এবারেও ।

নিজেদের অধিকারের কথা মানুষকে জানানোর জন্য তাঁরা সাধারণ দর্শকদের আহ্বান তাঁদের। এ বারের পুজো থেকে তাঁদের বার্তা, বিশ্ব জুড়ে আরও কঠোর হোক মহিলাদের নিরাপত্তা। উঠে এসেছে নারীদের আত্মরক্ষার প্রসঙ্গও। পাশাপাশি মহিলাদের শক্তিকেও নানা ভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই পুজোর মাধ্যমে। বিশাখার কথায়, 'কেবল যৌনকর্মীরাই বিপন্ন নন, আজও বহু নারী বিপন্ন, বিপদের মুখে। আমরা চাই সেই মেয়েরাও শক্তি অর্জন করুক। এই সব বার্তাই আমাদের এই মণ্ডপে থাকবে।' পাশাপাশি রয়েছে পাচার,বিরোধী নানা বার্তাও। বৃদ্ধ ও অবসর নেওয়া যৌনকর্মীদের আর্থিক অনুদান, যৌনকর্মীদের সন্তানদের নিয়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাওয়া,দাওয়ায় মেতে থাকবে সোনাগাছির এই অন্য,পুজো।

৫৫তম বর্ষে রাখাল ঘোষ লেন সর্বজনীন।

১৫৯ বর্ষে বালি শান্তিরাম রাস্তা ব্যানার্জি পরিবারের পুজো।

১৬ বছরে হাওড়া মাতৃশক্তি দুর্গাপূজা কমিটির পুজো।

৬৪তম বর্ষে খিদিরপুর যুবগোষ্ঠী সঙ্গে নবরাত্রি প্রতিপদে শৈলপুত্রীর পূজা। সহযোগিতায় অঞ্জন মুখার্জি, সায়ন্তন বোস, সুকান্ত দাস, সোমনাথ গায়েন ও বরুণ মুখোপাধ্যায়।

শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির শারদোৎসবের মণ্ডপে। বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনের পাশে কৃষ্ণমল্লিক লেনের এই পুজো এবার ৯৮ তম বর্ষ। ধানের খড় ও বিচুলি দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করছেন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির ১০০ জনেরও বেশি কারিগর। মন্ডপে অনান্য বছরের থেকেও বেশি দর্শনার্থী আসবে বলে আশাবাদী পুজোর মূল আয়োজক বিজয় আগরওয়াল ।